মাধুরী।

নাটিকা।

৺কেশব মোহিনী দাসী রচিত

ও

শ্রীসিদ্ধেশ্বর দে, বি, এ, সম্পাদিত।

কলিকাতা।

১৯৬ নম্বর বহুবাজার ষ্ট্রীট, বনার্জি এণ্ড কোম্পানির
কহিনুর যন্ত্রে
শ্রীমহেন্দ্রলাল পাত্র দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মূল্য আট আনা।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

স্ত্রী।

মাধুরী	... ...	হরলাল বাবুর স্ত্রী।
সাগর	... ...	বনমালী বাবুর স্ত্রী।
নলিনী	... ...	বনমালী বাবুর কন্যা।
হরির মা	... ...	নাপিতানী

পুরুষ।

হরলাল মিত্র	...	হৌসের মুচ্ছুদ্দি।
বনমালী ঘোষ	...	সংবাদপত্রসম্পাদক ও হরলাল বাবুর বন্ধু।
রামধন পালিত	...	ডেপুটি ম্যাজিষ্টেট।

পুলিশ দারোগা, কনষ্টেবল,দরোয়ান, দাসদাসী, পুরোহিত,প্রভৃতি

মাধুরী।

নাটিকা।

প্রথম অঙ্ক—প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কলিকাতা—হরলাল বাবুর শয়নকক্ষ—একখানি মাসিক পত্র পাঠে নিমগ্না মাধুরী।

মা (স্বগতঃ)। বনমালী বাবু দিন দিন খণ্ডকবিতায় সকলকে মাট ক'রে দিচ্ছেন, দেখ্‌ছি। বা! কি সুন্দর ভাব! কি মধুর ভাব! কবিতায় প্রাণের কথা থাকা চাই—তা না হ'লে সে কবিতাই নয়। আর একবার পড়ি—

আজি প্রবাসে বসিয়া বিরহে দহিয়া
সাধ হয় চিতে অগণন!
আজি ঊষার বিতানে বিহগেরি গানে
মনে পড়ে তার আলাপন!
আজি প্রভাত কিরণে আকুল পরাণে
আঁখির দরশ বাসনা!
আজি মাঝের দিবসে ভোগের লালসে
পেতে তারে বড় কামনা!

আজি প্রবীণা বেলায় রাখিতে তাহায়
চোখে চোখে সদা আগুলি!
আজি সাঁঝের আলসে ফুলের সুবাসে
বুকে বুকে বেঁধে শিকলি!
আজি নিশার আগমে তেয়াগি সরমে
অভিসারে চিত ধায়রে!
আজি নিঝুম যামিনী নিরাশ পরানি
কোথা গেলে পাব তায় রে!
আজি সারাটা বেলায় খুঁজিয়ে তাহায়
পেনু না'ক তার নিশানা!
আজি রজনী নিশেষে বকুলের বাসে
পুরোপুরি দেখি বাসনা!
তবে কি সুখ লাগিয়ে রয়েছি বসিয়ে
কি আশে জীবন ধারণা!
আজি শুক তারা সনে ডুবিয়ে গোপনে
নিবা'ব সকল যাতনা!

(পাঠান্তে)। আহা, কবি যেন আমার হৃদয়ের অন্তস্থল পর্যান্ত পরদায় পরদায় তুলি দিয়ে এঁকেছেন। কে সেই ভাগ্যবতী, যার জন্যে তাঁর এত অশান্তি! যাক্ ও সব কথা আর ভাব্‌তে পারিনা। যা স্থির করেছি, তাই কর্ত্তব্য। কিন্তু যদি সে মুখে অনাদরের ছায়া প্রকাশ পায়, তা হ'লে কি কর্‌ব? তখন যে আর দাঁড়াবার স্থান পা'ব না! এমনটাই কি হবে? বোধ ত হয় না। প্রেমের দায়ে

নারীজাতি সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে পারে—আমি আর পরিণাম চিন্তা করিয়া এ বৃশ্চিকদংশন নীরবে সহ্য কর্‌তে পারি না। এখন তাঁর এই কবিতাটির যে উত্তর লিখেছি, সেটি তাঁরই কাগজে ছাপাতে হবে। তা হ'লে অনেকটা সুবিধা হ'তে পারে। কিন্তু কার দ্বারাই বা এ কাজ হয়! (কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন) ভাল মনে হয়েছে! সাগরকে এক বার আন্‌তে পাঠাই—তার দ্বারাই এ কাজ সার্‌তে হবে। রামসিং!

(নেপথ্যে)। বৌ রাণী!

মাধুরী। ঝিকে সঙ্গে নিয়ে একবার বনমালী বাবুর পরিবারকে পাল্কী ক'রে নিয়ে আয় ত।

(নেপথ্যে)। যে আজ্ঞে।

মা (স্বগতঃ)। আহা সাগর যদি এর ঘুণাক্ষরেও কিছু জান্‌তে পার্‌ত, তা হ'লে কি আমার বাড়ী মাড়ায়!

(কিয়ৎপরে নলিনী সমভিব্যাহারে সাগরের প্রবেশ)।

মাধুরী (দরজা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া)। এস ভাই সাগর! এস এস! নলি তুই কেমন আছিস্?

নলিনী (মাধুরীকে প্রণাম করিয়া)। ভাল আছি, মাসিমা।

মা। বেশ বেশ! তার পর সাগর, তোমার খবর কি ভাই?

সা। আর ভাই, আমাদের আর ভাল মন্দ কি? এই তোমার পাল্কী যখন পৌঁছিল, তখন হেঁসেল থেকে খালাস পেলাম।

মা। কেন তোমার স্বামী একজন সম্পাদক, বিদ্যাবুদ্ধি যথেষ্ট আছে—তিনি কি তোমার হেঁসেলের চাকুরিটা ঘুচাতে পারেন না?

সা। বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয়টা তোমাদের দশ জনের মুখেই পাওয়া যায়। নিজে ওসব বিষয়ের ধার ধারিনা, কি ক'রে জানব বল! তবে দয়া মায়ার কথা যদি বল, তা খুবই আছে। প্রাণপণে আমাদের সুখী কর্‌বার চেষ্টাও আছে। কিন্তু বিধাতা কপালে যা লিখেছেন, তার অন্যথা হবে কি?

মা। ঈশ্বর কি ভাই, সত্যসত্যই মানুষের সুখ দুঃখ পূর্ব্বেই ঠিক করে দেন! ওটা কথার কথা। বুদ্ধির জোরে মানুষ আপনাকে সুখী করতে পারে, আবার বুদ্ধির দোষে চিরদিন কষ্টও পায়। তাই বলছিলাম, তোমার স্বামীর বিদ্যাবুদ্ধি আছে, ইচ্ছা কর্‌লে অর্থ উপার্জ্জন কর্‌তে পারেন। আচ্ছা ঐ যে কাগজ খানা লেখেন, ওতে কিছু হয় না কি?

সা। হ'বার মধ্যে দেখ্‌তে পাই, ঘরটার ভিতর ইংরিজি বাঙ্গলা কাগজ আর বইয়ের ছড়াছড়ি, কিন্তু ডান হাতের উপায় ত কিছু দেখিনে।

মা। বটে, বাঙ্গলায় এত মেয়ে পুরুষ লেখা পড়া শিখেছে, এখনও কি লোকে পয়সা দিয়ে কাগজ পড়ে না। আর ওঁর লেখাও আমি সপ্তাহে সপ্তাহে পড়ে থাকি, অত ভাল এক খানা কাগজের ত খুব আদর হওয়া উচিত।

সা। কে জানে ভাই, তোমরা পণ্ডিত লোক, লেখার ভাল মন্দ তোমরাই বল্‌তে পার। আমরা বুঝি—শুধু পয়সা। যাতে পয়সা রোজগার হয় না, সে লেখা ভাল হ'লেই বা কি, আর মন্দ হ'লেই বা কি!

মা। ঐ কথাটা ভাই মস্ত ভুল। লেখাপড়া যে কি জিনিষ, তার আস্বাদ না পেলে ঠিক বুঝা যায় না। আচ্ছা ভাই, তুমি তোমার স্বামীর কাছে কিছু কিছু পড়না কেন?

সা। তিনিও ভাই, ঐকথা যখন তখন ব'লে থাকেন। বলেন— এজন্মটা কেবল রাঁধ্তে আর ছেলে মানুষ কর্তেই এসেছিলে— সংসারের কোথায় কি হচ্ছে তার কিছুই খবর রাখনা। খেটে খুটে এক দণ্ড অবসর পেলে একটু ঘুমিয়ে বাঁচি, সে সময়ে কি ভাই আর ছোট ছেলেদের মত পড়া মুখস্থ কর্তে ভাল লাগে? আর তিনিও এমনি অবুঝ, যে ঐজন্যে সর্ব্বদাই দুঃখিত থাকেন। সংসারের দরকারী কথা ছাড়া একবারও ভাল মন্দ ডেকে জিজ্ঞাসা করেন না।

মা। তা'তে তাঁর বড় দোষ নেই ভাই! তিনি কি তোমার কাছে ব'সে শাক মাছের কথা ক'য়ে তৃপ্তি পাবেন? তোমরা নিতান্ত তুচ্ছ বিষয়ের কথাবার্ত্তায় সুখ পাও, কোন একটা উচ্চ জিনিষের আকাঙ্ক্ষা মোটেই নেই। লেখা পড়া না শিখ্‌লে মনের স্বাধীনতাই পাওয়া যায় না। বার মাস কি সেই হাঁড়ি কলসী, ঘরবাসনের কথা ভাল লাগে? পৃথিবীতে কত কত নূতন জিনিস জান্‌বার, দেখ্‌বার বাকি রয়েছে, তা কি একবার তোমাদের মনে হয়?

সা। ও কথা ভাই তোমাদের মুখেই সাজে? পায়ের উপর পা দিয়ে ব'সে রয়েছ, চাকর বাকরে সব কাজকর্ম্ম কর্‌ছে, যা মনে কর্‌ছ কিনে আনাচ্ছ, স্বামীর সঙ্গে যেখানে

সেখানে বেড়িয়ে আস্‌ছ, তোমাদেরই ভাই বই পড়া চিঠি লেখা সাজে।

মা। না ভাই সাগর, এ কথাটা ঠিক নয়! আমি আমার প্রাণের কথা তোমাকে খুলে বলি শোন। এত টাকা কড়ি না পেয়ে যদি আমি খোলার ঘরে থেকেও তোমার মত স্বামী পেতাম, তা হলে আমি বড়ই সুখী হ'তাম।

সা। সে কি কথা মাধুরী! এমন রাজার মত স্বামী পেয়েছ, তাতেও তুমি সন্তুষ্ট নও?

মা। সাহেব সুবো বশ ক'রে কতকগুলো পয়সা নিয়ে আসে —আর কি গুণ আছে ভাই?

সা। অমন কথাটি ব'লনা, ওতে বিষম পাপ আছে। তোমাকে রাজরাণীর মত ক'রে রেখেছেন, যা বল্‌চ তাই শুন্‌ছেন, কোন রকম নেশা বদখেয়ালি নেই, আর কি গুণ থাক্‌তে হয় ভাই?

মা। পাপ পুণ্য ভাল বুঝিনা ভাই! তবে প্রাণে যাকে ভাল লাগেনা, তার কাছে কিছুতেই সুখিনী হওয়া যায় না, এটা বেশ বুঝি। যার সঙ্গে চিরজীবনটা কাটাতে হ'বে, প্রাণের মিলন না হ'লে কি সে জীবনে সুখ আছে?

সা। কা'কে তোমরা প্রাণের মিলন বল, জানিনা ভাই। তবে ও কথাটা কাণে শুন্‌লেই আমাদের গা শিউরে উঠে। যাক্, এখন কিজন্যে ডেকে পাঠিয়ে ছিলে বল দেখি।

মা। বল্‌ছি ব'সনা ভাই! আমার কথাটায় কি বড় চ'টে গেলে? রাগ ক'রনা সাগর—তোমাকে নিজের ভগ্নির মত ভাল

বাসি, তাই তোমার কাছে অন্তরের দুঃখ চেপে রাখ্‌তে পারলাম না। কা'কেও একথা বলনা ভাই, আমার মাথা খাও। তোমার স্বামীও যেন কিছু না শুনেন।

সা (স্বগতঃ)। হাঁ, একবার ঘরে পৌঁছিলে হয়!

(প্রকাশ্যে)। না, এ কথাকি আর লোকের কাছে বল্‌বার! এখন তোমার কি ফর্‌মাস্ বল দেখি।

মা। এমন কিছু নয়, এই আমি একটা কবিতা লিখেছি, সেইটা তোমার স্বামীকে ব'লে তাঁর কাগজে ছাপিয়ে দিতে হবে। আর ব'লে দেবে যে, যেন নীচে আমার নামটি থাকে।

সা। সেকি ভাই, খবরের কাগজে তোমার নাম বার কর্‌বে? লোকে নিন্দে কর্‌বে না?

মা। ও কথা নিয়ে ভাই আর তোমার সঙ্গে তর্ক কর্‌বনা। তুমি কথায় কথায় যে রকম রাগ করে ওঠ! এখন আমার অনুরোধ, যে এই কাজটি তোমাকে কর্‌তেই হবে। আর মুখে ব'লে দেবে যে যদি কোথাও ভুল টুল হ'য়ে থাকে, তা হলে তিনি যেন শুধ্‌রে দেন।

সা। এ আর কি এত বড় কাজ, যে অত উপরোধ করা হচ্চে! এখন কোথায় তোমার কাগজ পত্র দেও, আর ডাক-হরকরার বকসিস্‌টা যেন ফাঁক না যায়।

মা। খুব যাহ'ক, ভগ্নির একখানা কাগজ নিয়ে গেলে বুঝি ডাকহরকরা হয়! ঐ জন্যেত অত মিনতি ক'রে বল্‌ছিলাম। জানি কিনা আমার বোন্‌টি সব কথাতেই একটা দোষ ধ'রে বসেন!

সা। না না—তামাসা ক'রে বল্‌ছিলাম। শিগ্‌গির বার করে দেও। বেলা গেল, বাবু এতক্ষণ ছাপাখানা থেকে ফিরে এসেছেন।

মা। বস, একটু নলিনীকে জল খাবার দিই! আয় নলি।

সা। যা শিগ্‌গির খেয়ে নে।

(মাধুরীর নলিনীকে জল খাবার প্রদান ও বাক্স হইতে কবিতা লইয়া সারদার হস্তে অর্পণ)

মা। নলি তুই পড়্‌তে শিখেচিস্।

সা। হাঁ, ও যে চারুর কাছে রোজ এক ঘণ্টা ক'রে পড়ে।

মা। চারু কে?

সা। ঐযে ওঁর কাছে একটি ছেলে আসে, সেও ওঁর কাগজে লেখে, শুনতে পাই।

মা। বেশ! বেশ! মেয়েটাকে যেন এখন থেকে হেঁসেলে ঢুকিওনা।

সা। আর ভাই গরিবের মেয়ে, কার হাতে পড়্‌বে, সব কাজ শিখ্‌য়ে রাখা ভাল।

মা। তা বল্‌ছিনে। ওসব কাজের সঙ্গে একটু একটু পড়া শুনাও করুক। তাতে আর দোষ কি?

সা। বাবুরও ত তাই মত। চারুকে সেই জন্যে কিছু দিতেও হচ্চে। আমার ভাই কিন্তু তা ইচ্ছে নয়। ঐ টাকাটায় সংসারের অনেক উপকার হ'তে পারত।

মা। না—না সাগর, তুমি বোঝনা, বাবু ঠিকই কর্‌ছেন। ওতে তুমি রাগ ক'রনা।

সা। রাগ ক'বে আর করছি কি' ভাই। বাবুর অমতে ত আর আমি কোন কাজ কর্‌তে পারিনে।

নলিনী। মা আমার খাওয়া হয়েছে, চ বাড়ী যাই।

সা (মাধুরীর প্রতি)। তবে ভাই এখন আসি।

মা। এস। রাগ টাগ ক'রনা ভাই। বোনে বোনে অনেক কথা হ'ল। আর যা বল্‌লাম, যেন ভুলোনা।

সা। না, তা আর বল্‌তে হবে না।

(সাগর ও নলিনীর পাল্কিতে আরোহণ)

বিদায়ান্তে—মাধুরী (স্বগতঃ)। আশাবৃক্ষের প্রথম দৃশ্য বড়ই মনোহর! ফলাফল কাল ও অবস্থা সাপেক্ষ। কাল ত চিরদিন সমভাবে রহিয়াছে, অবস্থা কি গড়িয়া লইতে পারিব না? সকলই ভবিষ্যদ্গর্ভে। যাই বেলা গেল। চুলটুল বাঁধিগে। কারই বা জন্যে—

(প্রস্থান)

পট পরিবর্ত্তন।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বনমালী বাবুর সম্পাদকীয় কক্ষ—বনমালী বাবু
ও চারুবাবু আসীন।

বন। দেখ চারু, গত বারে 'মুসলমানগণ রাজকীয় উচ্চপদ সমূহের সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে কিনা,' ব'লে যে প্রবন্ধটি লিখেছিলাম, তাই দেখে গোলাম আলি সাহেব বড় চ'টে গিয়েছেন। সে দিন দেখা হ'য়েছিল—বল্লেন, 'আপনি দিন দিন বড় সঙ্কীর্ণ মতের পক্ষপাতী হ'য়ে দাঁড়াচ্চেন, অনেক ক'রে বুঝাবার চেষ্টা কর্‌লাম, কিছুতেই তাঁর রাগ থামে না, শেষ আমাকে ভয় দেখালেন—'আপনার পতনের দিন সুদূর নহে'।

চারু। ও কথায় আপনি ভীত হ'বেন না। যা সত্য ও ন্যায়ানুমোদিত, তার অপলাপ কর্‌তে আমরা কখনই সক্ষম হ'ব না। তাতে কোন সম্প্রদায়বিশেষের উপস্থিত অসন্তোষের কারণ হয় হ'ক, কিন্তু ভবিষ্যতে ইহার ফল কখনই মন্দ হবে না।

বন। সেই কথাই ত তাঁকে বুঝাতে চেষ্টা কর্‌ছিলাম, কিন্তু তেমন মাথা থাক্‌লে ত হ'বে! কতকগুলা পৈতৃক সম্পত্তি, পেয়েছে মাত্র, কখনও গুরুমহাশয়ের বেত গাছটি খেতে হয় নি ত।

চা। আজ না সাহিত্যানুশীলনী সভার অধিবেশন হ'বে?

ব। হাঁ, আমিই আজ 'শিক্ষা' বিষয়ে বক্তৃতা দিব।

(হাসিতে হাসিতে নলিনীর প্রবেশ)

নলিনী। বাবা, একবার বাড়ির ভিতর আসুন, মা ডাক্‌ছেন।

বন। কি বল্‌বে—বলেই যাক্‌না। এখানে ত আর অপর কেউ নেই।

ন। চারু দাদার সুমুখে বুঝি মা বেরোন্।

বন। ঐ রোগেই ত খেয়েছে! চারু যে তাঁর ছেলের বয়সী। ওর সুমুখে বেরুলে আর জাত যাবে না।

ন (অন্দরাভিমুখে অবলোকনান্তে)। না, আপনি একবার আসুন, তিনি কি কাজ কর্‌চেন।

বন। আ! কি যন্ত্রনা! তাঁর সময়টা বেশী দামী, না আমাদের সময় বেশী দামী। চারু যাওত ঐ ঘরে, কি বলেন শুনি।

(চারুর কক্ষান্তরে গমন ও হাসিতে হাসিতে একখানি কাগজ হস্তে সাগরের প্রবেশ)

সা। বলি—যে কাজ আমি পারি না, তাতে তুমি অত জেদ কর কেন, বল দেখি। একবার কি বাড়ির ভেতর গেলে চল্‌ত না।

বন। বেশ! বেশ! খুব পণ্ডিত! আর চারু যদি জামাই হয়, তখন কি হবে?

সা। কেন, জামায়ের সুমুখেই বুঝি বেরুতে আছে?

বন। হা! হা! হা! এসব শাস্ত্র কার টোলে পড়েছিলে? কোন্ দিন ব'লে বস্‌বে ছেলের সুমুখেও বেরুতে নেই।

সা। তা ত সত্যি। উপযুক্ত ছেলের সুমুখেও কাপড় চোপড় সাম্‌লে বেরুতে হয়।

বন। আচ্ছা খুব হয়েছে। এখন কি হুকুম বল শুনি।

সা। হুকুম বড় শক্ত। তোমাদের কাগজে মেয়েমানুষে কেউ লেখে?

বন। না। ওকথা কেন?

সা। কেউ যদি লেখে, তোমরা কি ছাপ?

বন। ভাল হলেই ছাপি।

সা। এইটে দেখ দেখি, কেমন হয়েছে?

(বনমালী বাবুর কাগজ খুলিয়া পাঠ)

(পাঠান্তে)। মাধুরী কার নাম বলদেখি?

সা। আগে কেমন হয়েছে বল, তারপর বল্‌ব।

বন। বেশ হয়েছে। কে লিখেছে?

সা। ছাপ্‌বে কিনা বল।

বন। আমরা ত এসব লেখা ছাপিনা। আমাদের যে খবরের কাগজ।

সা। খবরের কাগজে ছাপ্‌লেই ত লোকে পড়্‌বে।

বন। সে সব কথা তুমি বুঝ্‌বে না। এখন লোকটা কে—বল দেখি।

সা। আমার মাথা খাও, ছাপাতেই হবে। সে ভাই আমাকে দিব্বি দিয়ে বলে দিয়েছে।

বন। তা আমার কাগজে না হ'ক, গদাধর বাবুকে ব'লে তাঁর মাসিক পত্রে ছাপিয়ে দেব।

সা। না তার ইচ্ছে, তোমার কাগজেই বেরোয়।

বন। না গো—আমাদের সে রকম কাগজ নয়। আর কি ক'রে তোমাকে বুঝাব! আচ্ছা উনি পূর্ব্বে কোন কাগজে [illegible]তেন?

সা। তা—কি জানি ভাই। বই টই পড়ে দেখ্‌তে পাই, লেখার কথা ত কখন শুনিনি।

বন। আচ্ছা এখন যাও, পরে বিবেচনা করা যাবে।

(সাগরের প্রস্থান ও চারুর পুনঃ প্রবেশ)

চা। তবে আসুন। পাঁচটা বেজে গেছে। আপনার জন্যে বোধ হয় সভার কার্য্য এখনও আরম্ভ হয় নাই।

ব। ও হো হো! আমি সে কাজ ভুলেই গিয়েছিলাম। চল চল!

(উভয়ের প্রস্থান)

পট পরিবর্ত্তন।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

নলিনীর পাঠকক্ষ—চারু ও নলিনী আসীন।

ন। আচ্ছা, চারুদাদা, এবার ত তুমি বি এল্ পাশ কর্‌বে—পাশ ক'রে উকিল হবে—হ'লে আমাকে কি দেবে?

চা। তোমার কি পছন্দ হয় বল।

ন। তুমি যদি দাও ত বলি।

চা। সাধ্যাতীত না হ'লে অবশ্যই দিব।

ন। সাধ্যাতীত হ'লে চাবই বা কেন।

চা। তবে বলে ফেল।

ন। আমাকে একটি বউদিদি এনে দিতে হবে।

চা। কেন বল দেখি।

ন। আমার বড় সাধ হয়েছে, তুমি একটি বিবাহ কর। তা'হ'লে আমার একটি খেলার সঙ্গী হয়।

চা। তুমি যেমন ছেলে মানুষ, সেই রূপ কথাই বল্লে।

ন। কেন, কি অন্যায় বলেছি?

চা। বিবাহ কি একটা ছেলে খেলার কথা?

ন। কেন তোমার ত বিবাহ কর্‌বার বয়স হয়েছে।

চা। বিবাহের উপযোগী বয়স হয়েছে বটে, কিন্তু তদুপযোগী আয় কোথায়?

ন। কেন দাদা, তুমি এত লেখা পড়া শিখেছ, পরিবারও বেশী নয়, একটা মেয়েকে আর খাওয়াতে পার্‌বে না।

চা। শুধু স্ত্রীর ভরণপোষণ কর্‌তে পার্‌লেই কি বিবাহের দায়িত্ব সম্পন্ন হ'ল! দুই বৎসর পরে সন্তানাদি হ'তে থাক্‌বে। তখন তাহাদের রীতিমত প্রতিপালন, শিক্ষাদান প্রভৃতি যে গুরুতর কর্ত্তব্য অবশ্যপালনীয়, তার বিষয় কিছু ভেবে দেখেছ কি?

ন। তার জন্যেই বা ভাবনা কি? তুমি উকিল হ'লে কত পয়সা রোজগার কর্‌বে!

চা। দেখ আজ কাল এই দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার দিনে লেখা পড়া শিখ্‌লেও লোকে অন্ন বস্ত্রের সংস্থান কর্‌তে বিশেষ কষ্ট পায়। আমি আদালতে গেলেই যে অর্থ উপার্জ্জন কর্‌তে সক্ষম

হ'ব, তার স্থিরতা কি? পাঁচ ছয় বৎসর না গেলে একটা বাঁধা আর দাঁড়াবার উপায় নাই। অতএব যতদিন না এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হই, ততদিন বিবাহ করার কথা একবারও মনে স্থান দিব না, সঙ্কল্প করেছি।

ন। তুমি ত আমাকে জলের মত বুঝিয়ে দিলে। আমার কিন্তু একটি রাঙা টুক্‌টুকে বউ নিয়ে ঘর করতে বড় ইচ্ছে হয়। আচ্ছা তা হলে বউ আমাকে ঠাকুরঝি ব'লে ডাক্‌বে, না দাদা!

চা। আর তা হ'লে তুমি একবারে আহ্লাদে গ'লে যাবে—না!

ন। তা আর একবার করে! কবে এমন দিন হবে দাদা!

চা। যাক্ ও সব কথা এখন ছেড়ে দাও। কাল যে তোমাকে প্রবন্ধটি লিখ্‌তে বলে ছিলাম, তা হয়েছে?

ন। হয়েছে। কিন্তু এখনও ভাল ক'রে দেখা হয় নাই। তুমি একবার দেখে শুধ্‌রে দাও।

চা। দেখি।

(নলিনীর প্রবন্ধ প্রদান)

চা। আচ্ছা আমি দেখ্‌ছি, তুমি এখন বাড়ির ভিতর যাও, মার কোন কাজ থাকে ত সাহায্য করগে।

(নলিনীর প্রস্থান)

চা (প্রবন্ধ পাঠান্তর)। কি আশ্চর্য্য! বালিকার হৃদয়ে এত বড় বড় উচ্চ ভাব বিরাজমান। নলিনী তুমি ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই হিন্দুরমণীর আদর্শস্থানীয়া হ'বে। আর আমি—আমি তোমার শিক্ষক'

পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলাম মনে ক'রে যে কি অতুল আনন্দে দিন যাপন করব, তা কল্পনাতেও আন্‌তে পারছি না। তোমার পিতা আমাকে যে গুরুকার্য্যের ভারার্পন করেছেন, কতক পরিমাণে তাহা সিদ্ধ করতে পেরেছি দেখে আজ আমার মনে আত্মশ্লাঘার তরঙ্গ দেখা দিয়েছে। শিশুর কোমল প্রাণে মনুষ্যত্ব সঞ্চার—কত বড় দায়িত্ব! কোথাও একটু চুল তফাৎ হ'লে হয়ত সমস্ত শক্তি একবারে বিপথগামী হ'য়ে মনুষ্যকে পশু ক'রে ফেলে! কত সহিষ্ণুতা, কত অধ্যবসায়, কত তীক্ষ্ণদর্শিতা যে একটি মানুষ প্রস্তুত কর্‌তে ব্যয়িত হয়, তাহা কি সকল শিক্ষকে বুঝে থাকে! তাহা হ'লে এত অনাচার কদাচার, এত মর্ম্মবেদনা অনুশোচনা, এত প্রবঞ্চনা প্রতারণা দেখ্‌তে হ'বে কেন! বাস্তবিক শিক্ষকের কার্য্য এদেশে বড়ই অঙ্গহীনভাবে সাধিত হচ্চে। তার পর বালিকার শিক্ষা—সে বড় সামান্য কথা নহে। স্ত্রী শিক্ষা ল'য়ে যে এত বাদানুবাদ চল্‌ছে, রাশি রাশি কুফল দর্শাইয়া যে একদল লোক উচ্চকণ্ঠে তার প্রতিবাদ করছে, তার মূলে এই সত্যটুকু দেখ্‌তে পাই যে বালিকার শিক্ষা যে প্রণালীতে অবলম্বিত হচ্চে, তাহাতে সমাজে উন্নতি অপেক্ষা অবনতির লক্ষণই সুস্পষ্ট দেখা দিয়েছে। অবলম্বিত শিক্ষা প্রণালীতে স্ত্রীলোকের স্ত্রীত্ব রক্ষিত হয় না। সুতরাং এবম্বিধা শিক্ষিতা স্ত্রীলোকের ভবিষ্যৎজীবনেও তত ঔজ্জ্বল্য পরিলক্ষিত হয় না। নলিনী, তুমি শৈশবাবধি আমার হস্তে অর্পিতা, আজ তোমাতে তারুণ্যের বিকাশ দেখ্‌ছি।

এই কয় বৎসরে আমার যেটুকু পরিশ্রম তোমার কার্য্যে নিয়োজিত করেছি, তার ফলে আজ যে তোমায় পাণ্ডিত্যাভিমানিনী পল্লবগ্রাহিণী মুখরা স্ত্রীলোকের পরিবর্ত্তে লজ্জাশীলা কর্ম্মিষ্ঠা উদারহৃদয়া অমৃতভাষিনী তরুণী দেখ্‌ছি, এ আমার পরম সৌভাগ্যের বিষয়। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি রত্ন প্রসবিনী হ'য়ে পৃথিবীতে শান্তির রাজ্য বিস্তার কর্‌তে থাক। (কিয়ৎপরে) যাই এখন, কালেজের বেলা হ'ল।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

হরলাল বাবুর শয়ন কক্ষ—মাধুরী আসীনা।

মা (স্বগতঃ)। সতীত্ব! সতীত্ব জিনিষটা কি? হিন্দু সমাজে যে অর্থে ইহা গৃহীত হ'য়ে থাকে, তাই কি ঠিক? কি ক'রে বল্‌ব! যখন দেখ্‌ছি বিদেশীয় ও বিজাতীয় কত শত সভ্য সমাজে এক নারীর পত্যন্তর গ্রহণ করবার বিধি আছে, সধবাগণের পতির সহিত মনান্তর হ'লে বিবাহ বন্ধন ছেদ করবার উপায় আছে; অথচ সেই সকল সমাজ দিন দিন উন্নতির সোপানে আরূঢ় হচ্ছে, তখন কেমন ক'রে বল্‌ব হিন্দুর সতীত্ব জ্ঞান অসম্পূর্ণ নহে। সতীত্ব ব'লে একটা নিত্য বস্তু কোথায়? অপর পক্ষে হিন্দু সমাজে সতীত্ব রক্ষার এরূপ কঠোর নিয়ম প্রচলিত থাকায়, হিন্দু বিধবার দ্বিতীয় বার বিবাহ নিষেধ থাকায়, সমাজে কত শত পাপাচরণ প্রতিনিয়ত লক্ষীভূত হচ্ছে, তখন কোন্ প্রাণে আমাদের সমাজকেই আদর্শ সমাজ ব'লে স্পর্দ্ধা করতে পারি। যে অর্থে আমরা সতীত্বের ব্যাখ্যা করি, তা নিতান্তই ভাবমূলক। আরও দেখ্‌তে পাই, হিন্দু-রমণী চিরদিন এই বর্ত্তমানের নিকৃষ্ট পদবীতে প্রতিষ্ঠিতা ছিল না। স্বয়ম্বরপ্রথা, বিধবাবিবাহপ্রথা—হিন্দুর যশগৌরবের দিনে বরা-

বরই প্রচলিত ছিল। কালক্রমে সে সব বিধর্ম্মী রাজার অত্যাচারে উন্মূলিত হয়েছে বলেই আজ এই ঘোর দুর্দ্দশা। কত শত রমনী আজীবন স্বামীসুখে বঞ্চিতা, কত শত যুবতী অযোগ্য পতির দুর্ব্ব্যবহারে প্রপীড়িতা, কত শত প্রবীণা সন্তানাদি ত্যাগ করিয়া গৃহনিষ্ক্রামিতা। প্রথম বিবাহে সুখ হ'ল না, আর বিবাহের ব্যবস্থা নাই। এ সমাজে—এই পুরুষ প্রধান পাপের আলয়ে—কোমলপ্রাণা ভালবাসাসর্ব্বস্ব নারী জাতির কি দাঁড়া'বার স্থান আছে! এসব দেখে শুনেও ত আমাদের ভগিণীগণ এ অসহ্য যন্ত্রণার প্রতিবিধান করতে অগ্রসর হন না। কিন্তু হে নিষ্ঠুর স্বার্থপর হিন্দুপুরুষগণ, নিশ্চয় জেনো, তোমাদের এ অত্যাচার জগতের ইতিহাসে চিরদিন স্থান পেতে পারে না। রমণীকে অজ্ঞানের চিরতমসাচ্ছন্ন কন্দরে পূরে বলপূর্ব্বক তার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা দমন ক'রে রাখ্তে কতকাল সক্ষম হ'বে? জ্ঞানের বিমল জ্যোতিতে তোমাদের আরোপিত ধর্ম্মমূলক কুসংস্কার সকল দূর হ'বার সঙ্গে সঙ্গেই দেখ্তে পা'বে, হিন্দুরমণীতে তার স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগ কর্বার সাহস জন্মেছে। আর দুই চারিটা জীবন্ত দৃষ্টান্ত চোখের উপর পড়্লেই সাধারণ স্ত্রীগণেরও চক্ষু ফুটে যা'বে। তখন তোমাদের জোর জবরদস্তি, ধর্ম্মভয় প্রদর্শন বা অন্য কোন চাতুরী কার্য্যকরী হ'বে না। তখন দেখ্বে—হিন্দু রমণী তার স্বার্থ রক্ষা করতে জীবন বিসর্জ্জনেও কুণ্ঠিতা নহে, নিজের সম্মান ও পদবী অক্ষুণ্ণভাবে বজায় রাখ্তে সম্পূর্ণ সক্ষম।

কিন্তু সে ত দূরের কথা। বর্ত্তমানের এই ঘোর দুর্দ্দশা নিবারণের উপায় কি? উপায় কেবল এক। সে উপায় ভিন্ন এ পাপসমাজে সুখের প্রত্যাশা নাই। সে উপায় কি? পরকীয়া প্রেম! যার যাকে স্বামী-পদে প্রতিষ্ঠিত কর্‌বার ইচ্ছা হবে, তার সহিত গোপনে প্রণয়সংস্থাপন ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। যদি বল, তাতে সংসারের শান্তি নষ্ট হয়—তারও ব্যবস্থা আছে। বঙ্কিমবাবু শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শ-মনুষ্য বলিয়া প্রতিপন্ন কর্‌বার চেষ্টা করেছেন, আর সেই কৃষ্টচরিত্রের প্রধান গুণ দেখায়েছেন—সাবধানতা। অতএব আমরা সেই আদর্শ মনুষ্যের পথ অনুসরণ ক'রে সাবধানভাবে চল্লে সাংসারিক শান্তিভঙ্গ হ'বার সম্ভাবনা নাই, অধিকন্তু সকলেই ইচ্ছামত সামগ্রী উপভোগ ক'রে তৃপ্তিলাভ কর্‌তে পার্‌বে। তাতে দুই দিকই বজায় থাকে।

(কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ)

(পুনঃ)। আমার কবিতাটির বড় প্রশংসা করেছেন শুনেছি। এইবার প্রণয়পত্র লেখ্‌বার সময় এসেছে। কিন্তু অতি গোপনে —সর্ব্বদা মনে থাকা চাই যে আদর্শমনুষ্যের প্রধান চরিত্র গুণ—সারধানতা। ঐ বুঝি বাবুর গাড়ি আস্‌ছে, যাই এখন কাপড় চোপড় কাচিগে।

(প্রস্থান)

(হরলাল বাবুর আফিস হইতে প্রত্যাগমন)।

হ। কোথায় গো! কি কর্‌চ!

মা (কক্ষান্তর হইতে)। এই যে চুল বাঁধ্‌ছি।

হ। তুমি আর চুল বাঁধ্‌বার সময় পাও না! আমি খেটে খুটে এলুম—কোথায় বাড়ি এসে একদণ্ড ঠাণ্ডা হয়ে বস্‌ব,—এই সময় তোমার যত কাজ!

মা। তুমি ত আমার কোন কাজই দেখ্‌তে পাও না! এত বড় সংসারটায় একটা মানুষ নেই যে কুটো গাছটা নেড়ে দেয়। আমার অবসর কতক্ষণ বল দেখি?

হ। না, না, তা বল্‌ছিনে। বলি এই সময়টায় একবার এসে আমার কাছে বস্‌লে আমার প্রাণটা খুসী হয়!

মা। ব'সনা—আমি যাচ্চি। চুল বাঁধতে আর কতক্ষণ লাগ্‌বে!

হ। না, না তোমার তাড়াতাড়ি করতে হবে না! আমি তত-ক্ষণ মুখ টুক ধুই। ওরে, কাপড় গুলো খুলে নে।

(নেপথ্যে—আজ্ঞে যাই)।

আরে হারামজাদা ব্যাটারা থাকিস কোথায়? ব্যাটাদের একটু আক্কেল নেই যে এই সময় হাজির থাকে। জুতো মেরে দূর করে দিতে হয়!

ভৃত্য। আজ্ঞে, বৌরাণীর চিঠি ডাকে দিতে গিয়ে ছিলুম।

মা (কক্ষান্তর হইতে)। হ্যাগো—ওকে ধম্‌কো না। আমার একখানা চিঠি ডাকে ফেলে দিতে গিছ্‌লো।

হ। তাই এতক্ষণ বল্‌লে ইত হয়। ব্যাটারা চুপ

ক'রে থাকে কেন? চল্—এখন কাপড় চোপড় প'রে নিবি চল্।

(প্রস্থান)

পট পরিবর্ত্তন

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

হরলাল বাবুর বহির্বাটির একটি নিভৃত কক্ষ। একজন ভৃত্য ও দাসীর প্রবেশ।

ভৃ। ওরে বামী, বাবুর রকম সকম দেখে ত ভাল বোধ হয় না।

দা। কেন, কি হয়েছে বল্ দেখি!

ভৃ। সেই যে বনমালী বাবু বৌরাণীর চিঠির জবাব দিছ্লেন, সেই খানি লুকিয়ে নিয়ে যাচ্চি, আর বাবু কেমন ক'রে দেখ্তে পেয়েছেন। অমনি আমাকে বল্লেন 'ও কা'র চিঠি রে'। আমি বল্লুম 'বৌরাণীর চিঠি'। বাবু বল্লেন, 'কই কে লিখেছে দেখি'। আমি কি করি,—না দিয়ে থাক্তে পার্লুম না।

দা। তাপ পর, তার পর—

ভৃ। তার পর—বাবু খুলে পড়্লেন। প'ড়ে মুখ খানা ভারী ভারী কর্লেন। আমার দিকে একবার কট্মট্ ক'রে তাকালেন। আমি ভয়ে জড়সড় হ'য়ে রইলুম। খানিক বাদে

আমায় জিজ্ঞাসা কর্‌লেন ‘তুই কতবার বনমালী বাবুর কাছে চিঠি পত্র নিয়ে গিয়েছিস্’। আমি বল্‌লুম—এই প্রথম। তার পর—না রাম না গঙ্গা। সেই রকম মুখ ভারী ক’রে চুপ ক’রে ব’সে কি লিখ্‌তে লাগ্‌লেন, আমি বাবু ভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে এলুম। দেখে শুনে বোধ হচ্চে, আজ বাড়িতে সর্ব্ব-নাশ বেঁধে যাবে।

দা। তা বৌরাণী এসব কথা টের পেয়েছেন ?

ভূ। না—আমি ভয়ে আর তাঁর কাছে যেতে পারিনি।

দা। তাইত—সর্ব্বনাশ করিচিস্। আমাদের ছুপয়সা পাওনা থোওনা হচ্ছিল তাও গেল—এখন আবার মার খেয়ে প্রাণ না যায় !

ভূ। যা বলিচিস্ বামী। এখন মাথা বাঁচে কিসে, বল্ দেখি।

দা। বৌরাণীকে খবর দিতে হয়েছে। তিনি লেখা পড়া শিখেচেন। কোন রকম উপায় ঠাওরাতে পার্‌বেন।

ভূ। আমার কিন্তু ভাই বাড়িতে যেতে মন সর্‌চেনা। খুন খারাপি বা হয়ে যায় !

দা। তাই ব’লে কি পালান উচিত। বড়মান্‌সের ঘরের কথা—হয় ত এসব কাণ্ড চেপে রেখে শেষে আমাদের চোর ব’লে পুলিষে খবর দেবে—বুঝিচিস্। পালান হবে না। আর মারধর করেন্ ত আগে বৌরাণীকেই কর্‌বেন। সে রকম বুঝি, ত তখন তার উপায় করা যাবে। আর দেখ্, মেয়ে মান্-

ষের বুদ্ধি হাজার হক্ পুরুষের আট গুণ। হয় ত সব চেপে চুপে দেবে এখন—তাই বলি পালান ভাল নয়।

ভূ। তবে তুই ভাই এগিয়ে যা। আমার হাত থেকে চিঠি পেয়েচে—আমায় দেখ্‌লে তেলে বেগুণে জ্বলে যাবে।

দা। আচ্ছা তোর ভয় নেই। আমার পেছনে পেছনে আয়।

(উভয়ের প্রস্থান)।

পট পরিবর্ত্তন।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

হরলাল বাবুর শয়ন কক্ষ।

রাত্রি দ্বিপ্রহর—পালঙ্কোপরি মাধুরী নিদ্রিতা—হরলাল বাবু চেয়ারে উপবিষ্ট।

হর (স্বগতঃ)। মাধুরী অসতী—কিন্তু আমি তা'কে হত্যা কর্‌বার কে? আহা এমন সুন্দর কুসুমে এত বিষ! না—না, তা হ'তেই পারে না। মাধুরী কখনও অসতী হ'তে পারে না। এই যে পদ্মফুলটির মত মুখ খানি—ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও যেন হাসিতে ভরা—ইহাতে পাপের লেশ মাত্র স্পর্শ কর্‌তে পারে না। (কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন) স্পর্শ কর্‌তে পারে না? তবে চিঠিতে কি প্রকাশ পাচ্চে? উঃ! কাল সর্প! কাল সর্প!! আমি কি মূর্খ,

যে সাক্ষাৎ প্রমাণ চক্ষের উপর থাক্‌তেও একথা বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌চিনা।

(কিয়ৎকাল নিস্তব্ধভাবে পদচারণ)।

(পুনঃ)। না—তখন আফিস থেকে তেতে পুড়ে এসে কি পড়্‌তে কি পড়েছি। আর একবার পড়ে দেখি।

(পত্র পাঠ) "তোমার ইচ্ছা হইলে আমি হরলাল বাবুকে পথ হইতে সরাইতেও পারি"—উঃ, মনুষ্যহৃদয়ে পাশবীয়তার এতদূর আধিপত্য! পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থের জন্য একজন নির্দ্দোষী ব্যক্তিকে—শুধু নির্দ্দোষী নহে—যে ব্যক্তি তাহার এজীবনের প্রতিপালক, সম্মানরক্ষক, এমন কি হিন্দুর ঘরে দেবতাস্থানীয়—এরূপ ব্যক্তিকে শীতলশোণিতে হত্যা! না! আর ইতস্ততঃ কর্‌বার সময় নাই। মাধুরী—তোমাকে আর স্বামী-হত্যার পাপটা ভোগ করতে হবে না। আমি নিজের স্কন্ধেই ইহপরলোকের দায়িত্ব গ্রহণ কচ্চি।

(পকেট হইতে পিস্তল বাহির করণ ও মাধুরীর কণ্ঠদেশ লক্ষ্য করিয়া উত্তোলন)।

না—হ'ল না। হত্যা কর্‌বার পূর্ব্বে আর একবার ভাল ক'রে দেখি! (মাধুরীর মুখাবলোকন)। কি দেখিলাম। আর হাত ওঠে না। মাধুরীকে মারা হ'ল না। আমিই মরি—মাধুরী থাক্। স্বইচ্ছায় যদি সে আমার বশবর্ত্তিনী নাই হ'ল, আমি তাহাকে বারিবার কে? পাশবৃত্তিই হ'ক আর যাই হ'ক, আমার দ্বারা যখন তাহার চরিতার্থতা সাধিত না হ'ল, তখন আমি তাহাকে সর্ব্বতো-

ভাবে সুখী কর্‌তে পারলেম না। এ অবস্থায় স্ত্রীজনসুলভ লঘু-চিত্ততার বশবর্ত্তিনী হ'য়ে যদি তাহার পদস্খলন হয়, তাহা নিশ্চয়ই মার্জ্জনীয়। না—আমি আত্মহত্যা কর্‌লেই যখন সকল আপদ চুকিয়া যায়, তখন আর দুইটি প্রাণীহত্যার আবশ্যক কি? এক জন থাক্‌—সুখে থাক্‌। দরোয়ানকে বলে দিয়েছি—কাল প্রভাতে বনমালী বাবুকে পত্র দেয়। উইলও করা হয়েছে—তবে তার সাক্ষী নাই, রেজিষ্টার্ডও হ'ল না। যাক্‌ এ সময় আর বিষয় ভাবনা ভাব্‌তে পারি না। এইবার জগতের কাছে—মাধুরীর কাছে বিদায় লই। বিদায় লইব? মাধুরীকে কোথায় রাখিয়া যাইতেছি? আমার নামোজ্জ্বল কর্‌বার জন্য—আর সমাজে পাপের স্রোত বৃদ্ধি কর্‌বার জন্য! না মাধুরী—তোমারও দিন ফুরায়েছে। তোমার ন্যায় অসতী স্ত্রীলোককে নির্ব্বিরোধে পাপ কার্য্য করিতে রাখিয়া গেলে, ঈশ্বরের কাছে পাপ করা হচ্চে। একবার এক মুহুর্ত্তকাল ভাবিয়া লই। এই দারুণ চিত্ত-বিকারের সময় যতটুকু সম্ভব স্থির করিয়া লই, জীবনের এ সঙ্কটকালে কোন্‌ পথটি প্রশস্ততর। এককালীন উভয়ের অস্তিত্ব যে এ জীবনে সাধ্যের অতীত—এ কথা বেশ বুঝিতেছি। তারপর মাধুরীকে রাখিয়া যাওয়া—তাও পাপভারাক্রান্ত সমাজকে নরকের পথে অগ্রসর করা। শেষ আমার কথা। মাধুরীকে বিনাশ করিয়া তাহাই বা কিরূপে সম্ভবে? এই বুড়া বয়সে কি দশজনের উপ-হাসাস্পদ হ'য়ে রাজদ্বারে দণ্ডের শেষ বিধি গ্রহণ করতে হবে? না মাধুরী—আমাদের দুজনেরই শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত! তুমি জাগ্রত

থাকলে একবার বলিয়া লইতাম যে "দেখ মাধুরী—পাপের পরিণাম কত বিভিষীকাময়ী?" । কিন্তু আর নয়—অগ্রে তোমার কুসুম বিনিন্দিত দেহ ভূমিতলে লুণ্ঠিত দেখিয়া পরে আত্ম বিসর্জ্জন করি। (মাধুরীর কণ্ঠদেশ লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ত্যাগ। "মাগো গেলাম" বলিয়া শয্যা হইতে মাধুরীর ভূমে পতন ও পরক্ষণেই পিস্তল সাহায্যে আত্মহত্যা ও পতন)।

পট পরিবর্ত্তন।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

হরলাল বাবুর অন্দর মহল—ক্রন্দনের রোল ও পুলিশ কর্ম্মচারীগণের কোলাহল।

দারোগা (একজন ভৃত্যের প্রতি)। তোমার নাম কি?

ভৃ। আজ্ঞে—মাধব।

দা। এখানে কত দিন আছ?

ভৃ। আজ্ঞে—আজ দশ বছর।

দা। এ সময়ের মধ্যে গিন্নির সঙ্গে তোমার মনিবের কখন বিবাদ হ'তে দেখেছ?

ভৃ। আজ্ঞে—কখন না। বাবু গিন্নির গোলামের মত ছিলেন, কখন মুখে উঁচু কথাটি কন নাই।

দা। আচ্ছা গিন্নির চরিত্র সম্বন্ধে কিছু জান?

ভৃ। আজ্ঞে —আমরা চাকর বাকর—ওসব কথার ধার ধারি না ম'শায়।

দা। সত্যি বল। নহিলে প্রাণে মারা যাবে।

ভৃ। না ম'শায়—সব সত্যি বল্‌ছি। গিন্নি যেমন সতীলক্ষ্মী, এমন আজ কালের বাজারে দেখা যায় না।

দা। সাবধান—আদালতে সব প্রকাশ পাবে। তখন সব বেটাকে ফাঁসিতে লট্‌কে দেবে।

ভৃ। আজ্ঞে যা জানিনে, তা কি মিছে ক'রে বল্‌ব? ইংরেজ রাজত্বে এমন কি অবিচার কর্ব্বে যে মিছিমিছি আমাদের ফাঁসি দেবে!

দা (একজন কনষ্টেবলের প্রতি)। কাদের বক্‌স্, এ বেটাকে ঐ ঘরে পুরে রাখ্।

(মাধবকে লইয়া কাদেরের প্রস্থান)

দা (বামাদাসীকে সম্বোধন করিয়া)। তুই বেটি কি জানিস্ বল্। কখন দূতীগিরি করেছিস্?

বা। আঁ্যা, এত বড় আস্পর্দ্ধার কথা তুমি বল। আজ বাবু নেই ব'লে আমাদের এত অপমান কচ্চ! চলনা তোমার আদালতে—সেখানে কি বিচার নেই? সেখানে হাকিমের কাছে বল্‌ব যে দারোগা বাবু আমাদের শুধু শুধু বেআবরু করেছে, মারপিট করেছে, একটি গহনার বাক্স সরিয়ে ফেলেছে। সেখানে কি বিচার নেই?

দা (স্বগতঃ)। বাবা, এ বেটি যে পুলিসের বাবা দেখ্‌ছি। (প্রকাশ্যে)। দেখ্ হারামজাদি, তোকে আসামী সাজিয়ে জব্দ কর্‌তে পারি কিনা দেখ্। এখনও সত্যি বল্।

বামা। ওরে মিন্‌সে, আমাকে আবার আদালতের ভয় দেখাস্। এই দেখ্ হাতা পুড়িয়ে গায়ে দাগ করি, হাকিমকে সব খুলে দেখিয়ে দেব। তখন তোর দারগ্‌গিরি বার ক'রে দেবে।

(প্রস্থানোদ্যত)

দা। রহমন্—রাখ্ মাগিকে ঐ ঘরে বন্ধ ক'রে।

(বামাকে লইয়া রহমনের প্রস্থান)

দা (স্বগতঃ)। আমার বেশ বোধ হচ্চে যে যার চাকর বাকর এত তরিবৎ, তার ভিতরে গলদ আছেই—আছে। একবার গিন্নির এজাহার লওয়া যাক্। যদি তেমন কিছু বোঝা যায়, তা হ'লে মাগিকে হাত কর্‌বার চেষ্টা দেখ্‌তে হবে। শুনেছি, মাগি নাকি ভারী সুন্দরী, তার উপর আবার অগাধ বিষয়। যদি হয় বাবা, তা হ'লে আর চামড়ার বোঝা বইতে হয় না।

(প্রকাশ্যে)। কিষণজি, ঐ ঘরের চাবি খোল্।

(কিষণজির তথাকরণ ও দারোগা বাবুর প্রবেশ)

দা (শয্যাশায়িতা মাধুরীর প্রতি)। আপনি এখন কেমন বোধ কচ্চেন ? কাণের কোন্ স্থানে গুলির আঘাত হয়েছে দেখি।

মা (অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে)। তাতে আপনার প্রয়োজন কি। আপনি যা কর্‌তে এসেছেন, ক'রে যান।

দা (ঈষৎ ক্রুদ্ধস্বরে)। আপনাকে যা জিজ্ঞাসা করেছি, তা আমার কর্ত্তব্যের মধ্যে।

মা। আমার সুস্থতা অসুস্থতার সংবাদ লওয়া আপনার কোন কর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে।

দা (অধিকতর সক্রোধে)। এখন আমি চোকে দেখ্‌তে চেয়েছি—হাঁসপাতালে সাহেব ডাক্তার ফরাস মেথর স্পর্শ ক'রে দেখ্‌বে। তখন আপনার লজ্জা বা মান মর্য্যাদা কোথায় থাক্‌বে? এখন বরং আমি যা বল্‌ছি শুনুন, নচেৎ আপনার মঙ্গল নাই।

মা (সক্রোধে)। কি বল্লেন, আপনার কথা শুন্‌ব? আপনার কি কথা শুন্‌ব? মাধব! মাধব! আমার বাটিতে ব'সে সামান্য বিশ ত্রিশ টাকার পুলিশ কর্ম্মচারী আমাকে অপমান করে! মাধব! রামসিং। তোরা সব কোথায়? বেটাকে বাড়ী থেকে দূর ক'রে দে।

দা (নিজমূর্ত্তি ধরিয়া)। আপনার মাধব, রামসিং, বামা সব এক এক ঘরে বন্ধ আছে। আপনাকেও অবিলম্বে হাঁসপাতালে পাঠান হবে। দেখ্‌ব কে আপনাকে রক্ষা করে! আমাদের অপমান! আমরা কে আপনি জানেন?

মা। আপনারা বদ মাইসের সর্দ্দার। যত অনিষ্টের মূলে আপনারা আছেন। আর আপনি বলিয়া সম্বোধন করতেও ইচ্ছা হয় না। যাও তুমি আমার সম্মুখ হ'তে,—

দা। আপনি যখন এখনও স্পর্দ্ধা কর্‌ছেন, তখন আর নিস্তার নাই। কিষণজি! যাও একঠো ডুলি লেয়াও।

মা। ডুলি কি হবে?

দা। আপনাকে হাঁসপাতালে যেতে হবে।

মা (ঈষৎনম্র হইয়া)। মহাশয়, আপনাকে না বুঝে রূঢ় কথা বলেছি, মাপ করুন। আর হাঁসপাতালে লয়ে যাবেন

মা। আমি বাটিতেই চিকিৎসা করা'ব। আপনি যাতে সন্তুষ্ট হ'ন, তা কর্‌ব।

দা। কিসে সন্তুষ্ট কর্‌বেন?

মা। আপনি কি চান?

দা (স্বগতঃ)। হাঁ! চারে এসেছে, টোপ ধর্‌লে হয়! আগে কিছু টাকাকড়ি মেরে নিই না, তার পর যা, তাতো আছেই—(প্রকাশ্যে)। দশটি হাজার পার্‌বেন?

মা। তাই দিব। এই চাবি নিন্, ঐ সিন্ধুকে একটা দশহাজারের তোড়া আছে, বার করুন।

দা (টাকা বাহির করিয়া)। কিষণজি! দেখ্ আসামী টাকা ঘুষ দিতে আস্‌ছে—তুই সাক্ষী। সেদিন হলধর ঘোষ ঘুষ দিতে এসেছিল, পাঁচটি বচ্ছর শ্রীঘর হ'য়ে গেল—দেখ্‌লি ত।

কিষণ। হাঁ! মহারাজ। আয়সা ফাটক ত হর্‌রোজ দেখ্‌তে হেঁ।

দা। হাঁ, তুই সাক্ষী রইলি। এই নে (কিষণজিকে তোড়া প্রদান ও টাকা লইয়া কনষ্টেবলের প্রস্থান)।

মা (সভয়ে)। সে কি মহাশয়! আপনি চাইলেন, তাই দিলাম। আবার মেয়াদের কথা কি বলেন!

দা। টের পাবেন। পুলিশের লোককে ঘুস দিতে আসার কত মজা!

মা। মহাশয়, মাপ করুন। আমার টাকা ত গেছেই। একথা যেন আদালতে না ওঠে।

দা। আদালতে উঠবে না? বলেন কি—এই আমি ডায়্যারীতে

নোট ক'রে রাখ্‌লাম। (পেন্সিল লইয়া ডায়ারিতে লিখন)

মা। মহাশয়, স্ত্রীলোককে আর এত কষ্ট দিবেন না। আমি আদালতের কিজানি বলুন—

দা। এখন পথে এস। স্ত্রীলোক ত চিরকালই আদরের জিনিষ। আমরাই কি আদরে রাখ্‌তে জানি না। তবে— অবাধ্য হ'লেই কাজে কাজে নিজমূর্ত্তি ধর্‌তে হয়। আমাকে খুসী কর্‌লেই সব আপদ চুকে যায়।

(হঠাৎ নেপথ্য হইতে বনমালী বাবুর প্রবেশ)

বন। মহাশয়, আপনার কথাবার্ত্তা অন্তরাল থেকে সব শুনেছি। আপনি কি এখানে বেশ্যালয় পেয়েছেন, যে যা খুসি তাই কর্‌চেন। কালই আমার কাগজে আপনার সব কথা প্রকাশ ক'রে দেব।

দা। কে আপনি? এখানে আমার কর্ত্তব্যের বাধা দিতে এসেছেন—আপনাকে গ্রেপ্তার কর্‌বার ক্ষমতা আমার আছে, তা জানেন।

বন। আমি একজন এঁদের প্রতিবাসী—ক্ষমতা থাকে, গ্রেপ্তার করুন।

দা। তোমার মত কত বেটাকে জেলে পাঠিয়েছি। তুমি ত তুমি—

বন। আচ্ছা, আপনাকে দেখ্‌ছি—

(দ্রুতবেগে প্রস্থান)

দা (মাধুরীর প্রতি)। ও বাবুটিকে আপনি জানেন! উনি কে?

মা। ওঁর নাম বনমালী বাবু—একজন সুশিক্ষিত ভদ্রলোক—সংবাদপত্রের সম্পাদক।

দা। আপনার সঙ্গে কিছু আছে নাকি?

মা। যখন বিপদে পড়েছি, তখন যতদূর ক্ষমতা আছে, অপমান করুন।

দা। না—তা বল্‌ছিনে। আর তাতে দোষই বা কি? কত ঘরে এমন দেখা যায়। তা আপনি অনুগ্রহ ক'রে মুখ খানি খুল্‌বেন না কি?

(সহসা ডেপুটি রামধন বাবুর সহিত বনমালী বাবুর প্রবেশ)

দা (ডেপুটিকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে সেলাম করিয়া)। তার পর, আপনি কাল বন্দুকের আওয়াজ হ'বা মাত্র অজ্ঞান হ'য়ে পড়েন, আর কিছু জানেন না, কেমন?

রামধন। কিহে সৃষ্টিধর, তুমি কি লোক চেন না। এখানে ভদ্রলোকের বাড়িতে অত্যাচার আরম্ভ করেছ!

দা। আজ্ঞে না হুজুর—আমি এই এজেহার নিচ্চি। অত্যাচার কি করব?

রাম। আমি সব শুনেছি। এখন যা করেছ, তার জন্য এঁদের কাছে মাপ চাও। আর দশ হাজারের তোড়াটি মানে মানে ফেরত দেও।

দা (বনমালী বাবুর পদপ্রান্তে পড়িয়া)। হুজুর আমাকে রক্ষা করুন। আমি না জেনে গর্হিত কাজ করেছি।

বন। না—তোমার ভয় নেই। তুমি হরলাল বাবুর পরিবারের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর।

দা (মাধুরীর প্রতি)। মা, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

রাম। যাও—এখন আমি সব দেখছি। যা বলি, লিখে যাও।

দা। হুজুর, হরলাল বাবুর পকেটে এই চিঠি খানি পাওয়া গেছে।

রাম। কই দেখি।

(পত্রপাঠান্তে) আচ্ছা, এখানি এখন আমার কাছে থাক্। তুমি লিখে যাও।

দা। কি লিখ্‌ব, হুজুর!

রাম। লেখ—"আমি স্বয়ং তদারকে আসিয়া দেখ্‌লাম, হরলাল বাবু সত্য সত্যই আত্মহত্যা করেছেন—

দা। হুজুর তাঁর পরিবারকেও গুলি করতে গিয়েছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে গুলি কাণে লেগে ছিল—

রাম। আমি যা বল্‌ছি, লেখ। তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করি নাই।

দা। যে আজ্ঞে—তার পর—

রাম। তার পর লেখ—"মৃতদেহ পরীক্ষার্থ লাশ চালান দেওয়া গেল। বাটির কাহাকেও সন্দেহ কর্‌বার কারণ দেখ্‌লাম না। সম্ভবতঃ উৎকট পীড়ার যন্ত্রনায় এই কাজ করেছেন"। যাও—এখন লাশ লইয়া তোমরা প্রস্থান কর।

(দারোগাদির প্রস্থান)

রাম। দেখুন বনমালী বাবু, ঘটনা যা, তাতো জানেন। এখন আপনি এখানকার সব বন্দোবস্ত করুন। হরলাল বাবুর

এই উইল রেখে দিন। আমি তাঁর বন্ধু ছিলাম, সরকারী কাজে থেকে এ সব বিষয়ে হস্তক্ষেপ ভাল দেখায় না।

বন। যে আজ্ঞে—আপনি অগ্রসর হ'ন, আমি শীঘ্র যাচ্ছি।

(রামধন বাবুর প্রস্থান)

বন। কইরে, চাকর বাকর গুলো কোথায় ?

বামা (কক্ষ মধ্য হইতে)। বাবু, আমরা ঘরে বন্ধ আছি—খুলে দিন।

বন (কক্ষ খুলিয়া)। দেখ্ বামা, এখনই ডাক্তার বাবুর কাছে যা। আমি এই চিঠি দিচ্চি। এখন চল্লাম।

বামা। যে আজ্ঞে—

মা (ক্ষীণস্বরে)। আপনি একটু বস্থন।

বন। না, এখন নয়। আপনি সুস্থ হ'ন, তারপর আস্‌ব।

(প্রস্থান)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

হরলাল বাবুর অন্দর মহল—বনমালী বাবুর প্রবেশ।

বন। কইরে বামা। তোর মাকে একবার এই পাশের ঘরে আস্‌তে বল্।

বামা। মা, ঐ ঘরেই আছেন।

(মাধুরীর কক্ষমধ্য হইতে ক্রন্দন)।

বন (মাধুরীকে সম্বোধন করিয়া)। দেখুন—আর কাঁদা ভাল দেখায় না। আমি যা বল্‌তে এসেছি, শুনুন। হরলাল বাবু আমার পরম বন্ধু ছিলেন, এবং আত্মহত্যা কর্‌বার পূর্ব্বে আমাকে এই পত্র খানি লিখে গেছেন। তাই আপনাকে শুনাতে এসেছি।

মা। সে সব কথা এখন থাক্‌। আপনি সে দিন সে সময়ে না আস্‌লে বিপদের সীমা ছিল না। সে জন্য আমি চির দিন কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাক্‌ব।

ব (স্বগতঃ)। কি ভয়ানক! অমন গুণের স্বামী গলায় গুলি মেরে মর্‌লেন, তাঁর জন্যে খেদ নাই। আমি যে পুলিষের হাঙ্গামা হ'তে অব্যাহতি ক'রে দিয়েছি, তার জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার! ধন্য স্ত্রীচরিত্র!

(প্রকাশ্যে)। তার পর, আমার কথা শুনে যান। এই বীভৎস পাপাচরণের স্থানে কোন ভদ্রসন্তানই স্বইচ্ছায় আস্‌তে চাহে না। আমি কেবল কর্ত্তব্যের অনুরোধে এসেছি। আরও এই যে ভীষণ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হ'ল, তার সহিত আমার জীবন স্বতঃই হউক পরতঃই হউক সংশ্লিষ্ট থাকায়, আমি যে কি পর্য্যন্ত মর্ম্মাহত হয়েছি, তা আমিই জানি। সে সব কথা যাক্‌। এখন আসল কথার উল্লেখ প্রয়োজন। হরলাল বাবু আমাকে এই পত্র লিখে গিয়েছেন,—শুনুন :—

"প্রিয় বনমালী বাবু,

এই পত্র তোমার কাছে পৌছিবার পূর্ব্বেই আমি ইহলোক ত্যাগ করিয়া যাইব। মাধুরী আমার জীবনকে বিষময় করিয়াছিল,

তাই আত্মহত্যা করিলাম ও তাহাকেও মারিলাম। বৃদ্ধ বয়সে মনের বল তত অধিক না থাকায়, এই গর্হিত কাজে প্রবৃত্ত হইলাম। মাধুরী তোমাকে চায়—তুমি তাহার জন্য চিঠিতে বিশেষ তিরস্কার করিয়াছ, তাহাও দেখিয়াছি। দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। আজ আমি কোন্ দেশে চলিলাম—কে জানে? সেখান হইতে আর বোধ হয় ইহ জগতের উপহাস বিদ্রূপ শুনিতে পাইব না, এই আশায় যাইতেছি। আর যদিই আমি নিজে দেখিতে পাই, অপর কেহ আমাকে দেখিয়া হাসিতে পাইবে না, এ অবস্থায় সেও বড় কম সুখের কথা নহে। দশজনের কাছে পরিচিত ছিলাম, দশজনে মান্য করিত, তোষামোদ করিত, এরূপ অবস্থায় অসতী স্ত্রীকে ঘরে রাখিয়া সংসার করিলে, কোন দিন সহসা দশ জনের কাছে মুখ হেঁট হইবে, এই ভয়ে তোমাদের ছাড়িয়া চলিলাম। যাইবার সময় এই উইল খানি লিখিয়া গেলাম। বন্ধুত্বের অনুরোধে বোধ হয় এই টুকু আশা করিতে পারি, যে আমার উইল খানি অক্ষরে অক্ষরে কার্য্যে পরিণত হইবে।" ইতি—

অভাগা হরলাল।

তার পর উইল শুনুনঃ—

"আমি সজ্ঞানে স্বইচ্ছায় স্বাভাবিকমস্তিষ্কে এই উইল পত্রে লিখিতেছি, যে আমার স্থাবর অস্থাবর সমুদয় সম্পত্তি বনমালী বাবু এককালীন বিক্রয় করিয়া যত টাকা পাইবেন, তাহার অর্দ্ধেক অংশ পুয়োর ফণ্ডে, এক চতুর্থাংশ জাতীয় ভাণ্ডারে

এবং অবশিষ্ট চতুর্থাংশ বনমালী বাবুর কন্যা নলিনীকে প্রদত্ত হইবে। মাধুরীর কোন আত্মীয় এক পয়সাও পাইবে না।”

উইল শুনিলেন, এখন আপনার কি বক্তব্য আছে, বলুন।

মা। আপনাকে আর কতবার বল্‌ব! আমি বিষয়ের কিছুই চাহি না, কেবল আপনার কাছে দাসীত্ব স্বীকার ক'রে, জীবন কাটাতে চাই।

ব। এত কাণ্ডেও আপনার চেতনা হ'ল না? হরলাল বাবুর এই আত্মহত্যাতে আপনি কিছু মাত্র দুঃখিত ন'ন!

মা। আর গঞ্জনা দিবেন না। হৃদয়ের বেগ ফিরা'তে আজও আমি সমর্থ হই নাই। এত দুর্ঘটনা সত্ত্বেও এখনও প্রাণ আপনার চরণেই গড়াইয়া পড়িতেছে। এ অবস্থায় আপনি আশ্রয় না দিলে আর উপায় কোথায়?

ব। আপনার ন্যায় স্বামীহন্ত্রীর মুখ দেখিতেও ঘৃণা বোধ হয়। ক্ষমা করিবেন, আপনাকে আমি আশ্রয় দিতে পারিব না।

মা। তবে আমার উপায় কি কর্‌তে চান?

ব। আপনার জন্য আমি এই কর্‌তে পারি, যে হরলাল বাবু নলিনীকে যে অংশ দান ক'রে গিয়েছেন, তাহা আমি চাহি না। আপনি সেই অংশের আয় হ'তে সংসার নির্ব্বাহ কর্‌তে থাকুন। কিন্তু যে দিন দেখ্‌ব, আপনি আবার কোন অসৎপথে পা বাড়াবার চেষ্টা কর্‌ছেন, সেই দিন আপনাকে তা হ'তেও বঞ্চিত হ'তে হ'বে।

মা। আপনার যা ইচ্ছা, তাই হ'বে। যে স্বামীকে আমি স্বামী ব'লে কায়মনোবাক্যে গ্রহণ কর্‌তে পারি নাই, তাঁর বিষয়ে আমার কি অধিকার আছে বলুন! তিনি যথার্থ সৎকার্য্যেই দান ক'রে গিয়েছেন।

ব। তবে আমি এখন চল্‌লাম। আপনার অভাব মত মাসে মাসে খরচ পা'বেন। আর আমার সহিত আপনার কোন সম্বন্ধ নাই।

মা (কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া)। আচ্ছা! তাই হবে।

(বনমালী বাবুর প্রস্থান)

(স্বগতঃ)। সাবধানতার অল্পতাবশতঃই এতটা কাণ্ড হ'য়ে গেল। আচ্ছা, দেখা যাক্, কি ক'রে উঠ্‌তে পারি।

পট পরিবর্ত্তন।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বনমালী বাবুর শয়নকক্ষ—রুগ্নশয্যায় সাগর।

ব। হঠাৎ তোমার এ অসুখ হ'ল কেন সাগর?

সা। আমি কিছুই বল্‌তে পার্‌ছিনে। ক্রমেই আমার প্রাণ কেমন ক'রে উঠ্‌ছে।

ব। কি রকম হচ্ছে, বল দেখি? তাইত, চারুও এখনও ডাক্তার বাবুকে নিয়ে ফিরে এল না। কি করা যায়?

সা। তুমি ব্যস্ত হইও না, একটু আমার কাছে বস। যাবার সময় তোমার মুখ দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাই।

ব (অশ্রুপূর্ণ লোচনে)। আহা জীবদ্দশায় এক দিনও তুমি আমার কাছে আদর পাও নাই, সাগর। আজ তোমার সরলতামাখা কাঁদো কাঁদো মুখখানি দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্চে। আহা, তুমি আমার সংসারের লক্ষ্মী ছিলে! এত দিন তোমার যথার্থ মূল্য জান্‌তাম না।

(ডাক্তার লইয়া চারুর প্রবেশ)

ব। এস এস ভাই ডাক্তার বাবু! আমার ত সর্ব্বনাশ উপস্থিত। হঠাৎ সাগরের কি ব্যয়রাম হ'ল দেখ দেখি।

ডাক্তার (ভাল করিয়া পরীক্ষার পর)। জীবনের আশা আর নাই। মিছামিছি আর ঔষধ দিয়ে কি কর্‌ব। আর বড়

জোর ১৫ মিনিট কাল জীবন আছে। কি রোগটা যে হ'ল, তাও ঠিক কর্‌তে পার্‌ছিনা। বোধ হয় যেন কোন রূপ বিষাক্ত দ্রব্য পেটে গিয়েছে।

ব। বিষাক্ত দ্রব্য! কি ক'রে খেলে বল দেখি! সাগর! সাগর! তুমি আত্মহত্যা কর্‌লে!

সা (হাত নাড়িয়া, ক্ষীণ স্বরে)। না! না!!

ব। তাইত ভাই—কি রকম হ'ল বল দেখি।

ডা। আর যাই হ'ক্, ও কথা ল'য়ে আর গোল ক'রে কাজ নাই। এখনই আবার পুলিশে খবর গেলে, লাশ পরীক্ষার হুকুম হ'য়ে যাবে। ও কথা চেপে যাও।

ব। আর ভাই, সংসার শ্মশান হয়ে গেল। এই দুঃখের সংসারে সাগরের কাছে যে সাহায্য পেতাম, আর কোথাও তার আশা নাই।

ডা। আমি ত বরাবর তোমাকে বলেছি, যে তোমার পরিবার সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরূপিণী। তুমি বরং সময়ে সময়ে বল্‌তে, সে অশিক্ষিতা স্ত্রীর সঙ্গে দুদণ্ড কথা ক'য়ে সুখ পাও না।

ব। সে কথা আর বল'না ভাই—আর লজ্জা দিও না। আমি বড়ই কৃতঘ্ন, তাই অমন কথা মুখে আন্‌তাম।

ডা (সাগরকে দেখিয়া)। সব ফুরায়েছে। এখন আর শোকের সময় নয়। যাতে উপস্থিত বিপদ হ'তে রক্ষা পাওয়া যায়, তার চেষ্টা কর।

ব। চারু, সব ফুরা'ল ভাই। এখন নলিনীকে তুমি দেখ। ও যেন শোকে অধীর হ'য়ে কোন কিছু ক'রে না ফেলে! এই বিপদের দিনে তুমিই আমার এক মাত্র ভরসা।

চা। ডাক্তার বাবু, আপনি একটু এঁদের কাছে বসুন, আমি সব বন্দোবস্ত ক'রে শীঘ্র আস্‌ছি। বনমালী বাবুর কি এখন মাথার ঠিক আছে!

ডা। আপনি যান, আমি এঁদের দুজনকে দেখ্‌ছি।

(চারুর প্রস্থান)

পট পরিবর্ত্তন!

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বনমালী বাবুর বৈটক খানা—চারু ও বনমালী বাবু আসীন।

ব। তাইত বাবা চারু, সংসারটা একবারে নষ্ট হ'য়ে গেল, এখন কি করা যায়!

চা। যা হ'বার তা হয়েছে, আর ভেবে ভেবে কি হ'বে। এখন যে অবস্থায় পড়া গিয়েছে, তা হ'তে যত টুকু সংসারের উপকার করা যায়, তার চেষ্টা কর্‌তে হ'বে।

ব। সবই ত বুঝি বাবা। এখন সংসার চলে কিসে? কাগ-জের যা আয়, তা'ত জান। সাগর নাকি দেহ পতন ক'রে পরি-শ্রম কর্‌ত, তাই কোন রকমে চলে যেত। তার পর নলিনী বিবাহের উপযুক্তা হয়েছে। এখন কি করি, কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

(কক্ষান্তর হইতে নলিনীর প্রবেশ)

ন। কেন বাবা, তোমার ভাবনা কি! মার কাছে আমি সমস্ত কাজ কর্ম্ম শিখেছি—আমিই সংসার চালা'ব।

ব। নলিনী তুমি দুধের মেয়ে, তুমি কি ক'রে সংসার চালা'বে মা।

ন। না বাবা, তোমার রাঁধুনি চাকর রাখ্‌তে হবে না—আমিই সব প্রস্তুত করতে পার্‌ব।

ব। তুমি যেন আমার কষ্ট দেখে ও কথা বল্লে, নলিনি! আমি কোন্ প্রাণে এই বয়স হ'তে তোমাকে কাজ কর্‌তে দিতে পারি।

ন। আমার মাথা খাও বাবা, তুমি তাতে কিছু মনে কর না। আমি সব কর্‌তে পারব।

ব। আহা, সামান্য অর্থের দায়ে মানুষের মনুষ্যত্ব লুপ্ত হ'য়ে যায়। নলিনী! পিতা হ'য়ে তোমার উপর পশুবৎ আচরণ কর্‌তে আমার প্রাণ ফেটে যাচ্ছে।

ন। কিছু দুঃখ ক'র না, বাবা! অবস্থা চিরদিন সমান থাক্‌বে না। আবার সুখের দিন আস্‌তে পারে।

(সশব্যস্তে একখানি পত্র হস্তে একজন দাসীর প্রবেশ)।

দা। বাবু, কাল রাত্রে মা কোথায় চলে গিয়েছেন। বিছানার উপর এই চিঠি খানা পড়ে ছিল।

ব। দেখি, দেখি।

(দাসীর পত্র প্রদান)।

(পাঠান্তে)। চারু শুনেছ! হরলাল বাবুর পরিবার এই লিখে রেখে কোথায় গেছেন। পড়ি শুন—

"পূজনীয় বনমালী বাবু,—

আমি বড়ই মন কষ্টে দিনপাত করিয়া আসিতেছি। এখানে থাকিলে তাহার কোন প্রতিবিধান হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব আমার গহণাগুলি মাত্র লইয়া এস্থান পরিত্যাগ করিলাম। উইলে গহণার কথা কিছু ছিল না, তাই এগুলি লইলাম। কোথায় যাইব, তাহার স্থিরতা নাই। আপনার পত্নী বিয়োগে আত্যন্তিক মর্ম্মবেদনা পাইয়াছি, জানিবেন। অভাগিনীর কোন সাহায্য আপনি গ্রহণ করিবেন না জানি, তাই সে কথার আর উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। নলিনীকে তিনি যাহা দিয়া গিয়াছেন, নলিনীরই রহিল। যতদূর সাধ্য অসৎপথে না চলিবার চেষ্টা করিব। কিন্তু মানুষের সকল অবস্থার উপর আধিপত্য নাই, এই ভাবনা। ইতি

অভাগিনী মাধুরী।

শুন্‌লে?

চা। হাঁ, এ ঘটনা এক প্রকার জানাই ছিল।

ব। আচ্ছা নলিনী, তুমিত ওঁকে দেখেছ। কত বয়স হবে বল দেখি?

ন। অনেক দিন হ'ল মার সঙ্গে একবার গিয়েছিলুম, কিন্তু তাঁর কি রকম চেহারা বা কত বয়স কিছুই মনে নাই।

চা। বয়স বড় বেশী বোধ হয় না। হরলাল বাবুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী—না?

ব। হাঁ, তাইত অনেকটা আদর পেয়ে ঐরূপ উচ্ছৃঙ্খলমনা হ'য়ে পড়েচে।

(দাসীর প্রতি)। আচ্ছা বাছা, তিনি গিয়েছেন তার আর কি করা যাবে। তোমার মাহিনা টাহিনা কিছু পাওনা আছে?

দা। না বাবু, তিনি সব দিয়ে গিয়েছেন।

ব। তা বেশ হয়েছে, এখন তুমি অন্যত্রে কাজ কর্ম্মের চেষ্টা কর।

(দাসীর বিদায় গ্রহণ)।

চারু, চল বাবা, এখন হরলাল বাবুর বাড়িতে কোথায় কি আছে, তাহার তালিকা প্রস্তুত ক'রে চাবি দিয়ে রেখে আসা যাক্। তাঁহার মৃত্যুকালীন আদেশ গুলি প্রতিপালন করাই বন্ধুর কার্য্য।

(সকলের প্রস্থান)

পট পরিবর্ত্তন।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কাশীপুর—ভাগিরথীতট—একাকিনী

মাধুরী উপবিষ্টা।

মা (স্বগতঃ)। হিন্দুর পবিত্র স্থান ভাগিরথী। স্থানটি বড়ই মনোহর! এখানে আসিলাম কিসের আশায়? মনের

শান্তি! কই তা ত বড় অনুভব কর্‌তে পার্‌ছি না। মানুষের প্রাণে একবার আকাঙ্ক্ষার আগুণ জ্বলে উঠ্‌লে, সহজে নির্ব্বাপিত হয় না। নির্ব্বাণের চেষ্টাও ত করতে ইচ্ছা হয় না! আমি ত এক এক ক'রে সেই অগ্নিতে ধরস্কুটার ন্যায় মনুষ্যজীবন আহুতি দিয়ে ক্রমাগত অগ্নিকে প্রধূমিত রাখ্‌বার প্রয়াস পাচ্ছি? পাপ পুণ্য ব'লে কি কোন জিনিষ সংসারে আছে? থাকা কি সম্ভব? বিশ্বাস ত হয় না। কিন্তু সাগরকে বিষ প্রয়োগ ক'রে অবধি প্রাণটা সময়ে সময়ে কেমন খারাপ হ'য়ে যায়। এ কেবল মনের দুর্ব্বলতা! যাক্—ও সব কথা আর মনে স্থান দিব না। ঈপ্সিত বস্তু লাভ কর্‌তে হ'লে, পথে যে সব বাধা বিপত্তি আছে, একে একে না সরা'লে কেমন ক'রে কৃতকার্য্য হওয়া যেতে পারে? আর সম্মুখেই ত প্রকৃতির শিক্ষা বর্ত্তমান। এই যে বেগবতী স্রোতস্বতী—এক মনে সাগরাভিমুখে চলিয়াছে—বাধা বিঘ্ন মানিতেছে না—ইহাই এক বিপুল আকাঙ্ক্ষা! কত জীব জন্তু, কীট পতঙ্গ ঘরবাড়ি এই স্রোতে সময়ে সময়ে ভেসে যাচ্ছে, তার জন্য দায়ী কে? কেহই নয়। যোগ্য ব্যক্তিই জগতের ইতিহাসে স্থান পায়। আর সেই যোগ্যতা লাভ কর্‌তে হ'লে প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, একাগ্রতা অবশ্যপ্রয়োজনীয়। অতএব আর পাপপুণ্যরূপী ভাবময়ী কল্পনাকে হৃদয়ে স্থান না দিয়ে, কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া যাক্। প্রলোভনে হয় নাই, ভয়প্রদর্শনে হয় নাই, দেখি সেবা সুশ্রূষায় হয় কিনা। আজ বৎসরাবধি অজ্ঞাতবাসে কাটা'লাম, এত দিনে আমার দাসদাসীগণ সে স্থান পরিত্যাগ করেছে।

আর বোধ হয় ভয়ের কারণ নাই। কিন্তু একবার ভাল ক'রে জানা চাই। একবার অসাবধানে মানসম্ভ্রম নষ্ট করেছি, অন্ততঃ দুই চারি জনের নিকট কুলটা ব'লে পরিচিত হয়েছি— রাজরাণী হ'তে পথের ভিখারিনী হয়েছি। কিন্তু যে আশায় বুক বেঁধে আজও এত অপমান লাঞ্ছনা নীরবে সহ্য করে আসছি, তাতে কৃতকার্য্য না হ'লে নিশ্চয়ই উন্মাদ হ'য়ে যাব। কই, হরির মাকে আজ এমনই সময়ে এই স্থানে আসতে ব'লে দিয়ে ছিলাম—এখনও ত এল না। এত টাকা কড়ি দিয়েও, মাগীর বার পাওয়া যায় না। যা হউক, ততক্ষণ এই ভাগিরথীর কুল কুল ধ্বনির সহিত আমার প্রাণের আকুলতা মিশাইয়া সেই গানটি একবার গাই।

গীত।

বেহাগ——খেমটা

দেখি ঘোর আঁধার
না জানি ফুরাবে কবে দুখ পারাবার।
বরষ বরষ ধ'রে,　　জাহ্নবীর তীরে তীরে,
আর কত দিনে হবে আশার সুসার।
যে দিকে ধাইছে আঁখি,　কণ্টকে জড়িত দেখি,
মনের মানুষ সখি পাব কি আমার।

(পশ্চাৎ হইতে হরির মার প্রবেশ)

হরির মা। পাবে গো বৌরাণী, মনের মানুষ পাবে! আর বেশী দিন কষ্ট কর্‌তে হবে না।

মা। মর্‌ পোড়ারমুখী, এসেছিস্‌। তোকে দেখ্‌লে এই বিষাদের দিনেও মুখে হাসি আসে।

হরির মা। সে আমার কপাল গুণে। যাহ'ক ভাই, তোমার ভাবনা ভেবে ভেবে আমার আর দিন রাত্রি ঘুম নেই।

মা। তা জানি। পোড়ারমুখীকে বলেছিলাম ঠিক ১২টার সময় এখানে আস্‌তে, এলেন কিনা প্রভাতের সময়। এতক্ষণ কি করছিলি মড়া? নাগর এসেছিল বুঝি।

হরির মা। না ভাই, নাগর থাক্‌লে কি আর এত রাত্রে ছেড়ে দেয়। তোমার নাগরটি যাতে হাতের মুটোর ভিতর আসে, তার জন্যেই ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চি।

মা। এখন রঙ্গ রাখ্‌। খবর কি বল্‌।

হরির মা। ওঁর আর দেরী সয় না। আমি যে এত পথ হেঁটে এলুম, তার কোন খোঁজ নেই। আপনার খবরটি পেলেই হ'ল। খবর কি অমনি আসে?

মা। কেন তোকে কি কখনও বঞ্চিত করেছি? আর তোর কাছেই ত আমার যথাসর্ব্বস্ব রয়েছে, ইচ্ছে কর্‌লে সবই তুই নিতে পারিস্‌।

হরির মা। তেমন মানুষ আমাদের পাওনি ভাই! তুমি যা হাতে তুলে দেবে, তাই নেব। এ জন্মটা এই কষ্টে গেল, আবার কি পরকালটা নষ্ট কর্‌ব!

মা। খুব পরকালটা বাঁচিয়ে চল্‌ছিস্, যা হ'ক। সে কথা যাক্। এখন তুই সেই বালা দুগাছা পরিস্। খবর কি বল্।

হরির মা। তা ভাই, তোমাদের পাঁচ জনের অনুগ্রহেই ত আমার যা কিছু চল্‌ছে। আগে থাক্‌তেই কি আমি বকসিস্ চাচ্চি। বলি—দেওয়া থোয়ায় কি করে ভাই! শ্রদ্ধা একটা আলাদা জিনিস। শ্রদ্ধা ক'রে যা তুমি দেবে, তাই আমার ভাল।

মা। নে তোর আর সময় নষ্ট কর্‌তে হবে না। এদিকে ভোর হয়ে এল।

হরির মা। খবর সব ভাল। তোমার পুরা'ন চাকর চাকরাণী ও অঞ্চলে কেউ নেই। নলিনীকে জিজ্ঞেস করিচি, সেও তোমাকে চেনে না। বনমালী বাবুর সংসারে আর কেউ নেই, নলিনীই রাঁধে বাড়ে।

মা। বেশ! আর আমার কিছু জান্‌বার নেই। এখন তুই বিদায় হ'। আর গহনা গুলো ভাল ক'রে লুকিয়ে রাখিস্।

হরির মা। ওমা, সে আমার যক্ষের ধন। তেমন অবিশ্বাসী মনে ক'রনা ভাই।

মা। অবিশ্বাস কি ক'রছি। বলি, ভাল ক'রে লুকিয়ে রাখিস্। এখন যা—মাঝে মাঝে খবর নিস্।

হরির মা। আমি কি নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাক্‌তে পারি। তুমি যাও না, এর পর না আবার তাড়িয়ে দেও।

মা। না না, বেশী ঘন ঘন যাস্‌নে। মাঝে মাঝে এক এক বার যাবি।

হরির মা। যা হুকুম।

(উভয়ের প্রস্থান)

পট পরিবর্ত্তন।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বনমালী বাবুর রন্ধনশালা—নলিনী ও রাঁধুনীবেশে
মাধুরী।

ন। দেখ বামনদিদি, তুমি বাবু আমাদের বাড়ি ছেড়ে আর কোথাও যেতে পারবে না। বাবা তোমার কত সুখ্যাতি করছিলেন। আমি পরের ঘরে গেলে, তাঁর বড় কষ্ট হবে। তাই বল্‌ছি বাবু, তুমি আর কোথাও যেতে পার্‌বে না।

মা। আর কোথায় যাব ব'ন? আমরা অনাথা, যেখানে যত্ন পাব, সেই খানেই বাকি ক'দিন কাটিয়ে যাব। তোমার বাবা কি বল্‌ছিলেন?

ন। বল্‌ছিলেন, যে বামন ঠাকরুণটি বড় ভাল, আমাদের ঠিক আপনার লোকের মত যত্ন করেন।

মা। তা ব'ন, যেখানে থাক্‌তে হয়, আপনার মত না কর্‌লে ভাল বাস্‌বে কেন বল। আমার আপনার লোকের মধ্যে ত তোমরাই ব'ন। আর কে আছে বল।

ন। এখন বাবার সময় খারাপ। এর পর তোমার যাতে ভাল হয়, তা কর্‌বেন।

মা। আমার আর ভাল চাইনা ব'ন। ভাত কাপড়টা পেলেই আমি সন্তুষ্ট আছি।

ন। না, সময় অসময় ত মানুষের আছে। দুপয়সা হাতে না থাক্‌লে হবে কেন দিদি।

মা। অসময়ে তোমরা আছ ব'ন। তার জন্যে ভাবনা কি ?

ন। হাঁ, তা ত বটেই। তবু তুমি বিধবা মানুষ—ব্রত নিয়মটা ত আছে।

মা। সে যখন দরকার হবে, চেয়ে নেব। তার জন্যে তোমাদের ব্যস্ত হ'তে হবে না।

ন। তুমি দিদি বড় ভদ্র। তোমার বিয়ে হ'য়ে ছিল, কোথায় ভাই।

মা। সে দুঃখের কথা আর তুলনা ব'ন। সে অনেক কথার কথা। আর একদিন তখন অবসর মতবল্‌ব। বাবুর শরীরটা ভাল নয় বল্‌ছিলে, তুমি তাঁর কাছে বসগে।

ন। তুমি একলা সব কাজ ক'রে নিতে পার্‌বে ?

মা। তা পার্‌ব। তুমি যাও।

ন। আচ্ছা এখন যাই। কিছু দরকার হ'লে ডেক।

(নলিনীর প্রস্থান)

মা (স্বগতঃ)। সব দিকেই ত সুবিধা দেখ্‌ছি, নলিনীটে কিছুই চিন্‌তে পারে নি। বাবুরও কোন সন্দেহ হয় নি। কিন্তু ঐ চারু ছোঁড়াটা মাঝে মাঝে যে রকম ক'রে আমার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে, তাতে বোধ হয় ওর মনে কোন রকম সন্দেহ হয়েছে। তা—ওর ত জান্‌বার কোন সম্ভাবনাই নেই। আমাকে

এখন দেখেও নি, আর বল্‌বেই বা কে! তা যাই হ'ক—ওটাকে এ বাড়ি ছাড়াতে হবে। তা না হলে মন সুস্থির হচ্চে না।

(কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ)

আচ্ছা আজ না হয়, কাল আমার সেই চিঠির ফল ফল্‌বেই ফল্‌বে। দেখি না কি হয়। না হয়, অপর উপায় দেখা যাবে।

(কিয়ৎপরে সশব্যস্তে নলিনীর প্রবেশ)

ন। ও বামন দিদি, সর্ব্বনাশ হয়েছে। কে এমন বাদ সাধ্‌লে, বল দেখি।

(ক্রন্দন)

মা। অ্যাঁ, কাঁদ্‌চ কেন দিদি? কি হ'য়েচে বল দেখি।

ন (কাঁদিতে কাঁদিতে)। আর দিদি, সেই যে উত্তরপাড়া থেকে আমার সম্বন্ধ এসেছিল— (ক্রন্দন)

মা। অ্যাঁ, অ্যাঁ, তার কি হ'ল? কেঁদনা দিদি—বল, বল। সে ছেলেটির কোন ভাল মন্দ হয় নি ত?

ন। দিদি তা নয়। তাদের নামে কে একখানা বেনামী চিঠি দিয়েছে, যে চারু দাদার সঙ্গে আমার অবৈধ প্রণয় আছে—(ক্রন্দন)

মা। অ্যাঁ, অ্যাঁ, এমন দুধের মেয়ের এই অপবাদ! কে এমন শক্র আছে গা! বাবু যে মানুষ, ওঁর উপর এই অত্যাচার! তার কি একটু ধর্ম্ম ভয় নেই। তার পর?

ন। আর দিদি, তার পর সেই চিঠি খানা তারা বাবাকে পাঠিয়ে দিয়েছে, আর লিখেছে যে বিবাহ হবে না। (ক্রন্দন)

মা। কি অভাগ্যের দশা গা। এ যে সর্ব্বনাশের কথা। আমার ত দিদি বুক ফেটে যাচ্চে। বাবু কি বল্লেন?

ন। বাবা চিঠি খানা চারুদাদাকে দেখিয়ে বল্লেন—বাবা চারু নলিনীকে ত আর ঘরে রাখা যায়না—আবার অন্যত্রে চেষ্টা কর্‌তে হবে—যে চারদিকে শত্রু, তুমি বিবাহ পর্য্যন্ত আর এখানে এস না বাবা। ব'লে—চারু দাদার হাত ধ'রে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন।

মা। কাঁদ্‌বারই ত কথা দিদি। চারু বাবুর যে নির্ম্মল স্বভাব, তাঁকে ও কথা বল্‌তেই প্রাণ ফেটে যায়। তার পর?

ন। তার পর, চারু দাদা কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে একবার আমার মুখের দিকে চেয়ে চ'লে গেলেন। আমি আর দাঁড়াতে পার্‌লাম না, দিদি। তাই তোমার কাছে দৌড়ে বল্‌তে এলাম।

মা। চল—এখন রাঁধা বাড়া থাক্। বাবু কেঁদে কেঁদে সারা হচ্চেন, তাঁকে সান্ত্বনা করিগে চল।

ন। হাঁ দিদি, চল। (উভয়ের প্রস্থান)

পট পরিবর্ত্তন।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বনমালী বাবুর শয়নকক্ষ—রুগ্নশয্যায় বনমালী বাবু—পার্শ্বে বীজনহস্তে মাধুরী।

ব। নলিনী কোথা গেল, বামন মেয়ে?

মা। ছেলে মানুষ, কাল সমস্ত রাত্রি জেগেছে। এখন ঘুমিয়ে পড়েচে।

ব। তুমিও ত রাত্রি জেগেছ, একটু ঘুমিয়ে নেও না। আমাকে এখন বাতাস করতে হবে না।

মা। আপনার ব্যয়রামে কি আমাদের খাওয়া নাওয়া মনে আছে? আমার এখন ঘুম পাইনি। আপনি এখন কেমন বোধ কচ্চেন।

ব। বড় ভাল নয়। কি ক'রে যে সেরে উঠ্‌ব, বুঝ্‌তে পাচ্চি না। নলিনীটার দশায় যে কি হবে, তাই ভেবে ভেবে আমার আরও অসুখ বৃদ্ধি হ'চ্চে।

মা। ও সব কথা এখন মনে স্থান দেন কেন? আপনি ভাল হ'য়ে উঠ্‌লে, ওর বিয়ের ভাবনা কি?

ব। আজ তুমি সংসারে না থাকলে, কি হ'ত বামন মেয়ে? ঐ কচি মেয়েটা সারা হয়ে যেত।

মা। আমি থেকে আর কি করতে পাচ্চি, বলুন।

ব। না বাছা, তুমি আজ না থাক্‌লে আমি মরে যেতাম।

মা। ও সব কথা মুখে আনেন কেন? আপনার কুশলেই আমাদের মঙ্গল।

ব। বামন মেয়ে, তোমার ধার আমি শুধ্‌তে পার্‌ব না। সাগর বেঁচে থাক্‌লে এত সেবা করতে পার্‌ত কি না সন্দেহ।

মা। আপনি এত কুণ্ঠিত হচ্চেন কেন? আপনার সেবা ত আমার কর্ত্তব্য। শরীর দিয়ে যতটুকু পরিচর্য্যা করতে পারি, তাও যদি না করি, তা হ'লে আমাদের জীবনে আর সুখ কি।

ব। বামন মেয়ে, তুমি যথার্থই হিন্দু বিধবার আদর্শস্থানীয়া। তোমাকে মনুষ্যরূপিনী দেবী বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না।

মা (স্বগতঃ)। এতদিনে বোধ হয় আমার চিরআকাঙ্ক্ষিত বাসনার তৃপ্তিসাধন সম্ভব ব'লে বোধ হচ্চে। এখন শেষ রক্ষা হ'লে হয়।

(প্রকাশ্যে)। অমন কথা মুখে আন্‌বেন না। আমরা পতিপুত্রহীনা অনাথা, আমাদের ও কথা বল্‌লে নিতান্তই লজ্জাকর হয়।

(অপর কক্ষ হইতে চারু ও নলিনীর প্রবেশ)।

ন। এখন কেমন আছ, বাবা।

ব। বড় ভাল নয়। ক্রমেই শরীর হীনবল হ'য়ে পড়্‌ছে। চারু, এসেছ বাবা, এস এস।

চা। আমি আজ এইমাত্র আপনার অসুখের সংবাদ পেলাম। পেয়েই ছুটোছুটি আস্‌ছি।

ব। এস বাবা, কাছে এসে বস।

("কোথায় গো নলিনী দিদি" বলিয়া একটি দাসীর প্রবেশ)

দাসী। হ্যাঁগা বাবুর নাকি বড় ব্যয়রাম। আমি আজ এ পাড়ায় এসেছিলুম, তাই শুনে একবার তাড়াতাড়ি দেখ্‌তে এলুম। এই যে আমাদের বৌরাণীও এসেছেন। কবে আসা হ'ল মা—প্রণাম হই—

(দাসীকে দেখিয়া সহসা মাধুরীর মূর্চ্ছা ও পতন)

একি! একি! মা অমন হ'য়ে পড়্‌লেন কেন?

ন। তাইত, বামন দিদি অমন হলেন কেন?

দা। বামন দিদি কাকে বল্‌ছ গো। উনি যে আমাদের বৌরাণী। হরলাল বাবুর পরিবার—

ব। কি বল্‌ছ ঝি, মাধুরী! তুমি কি ঠিক চিন্‌তে পার্‌চ। দেখ দেখি ভাল ক'রে—

দা। ও মা, আমি আবার চিনিনে। দশ বচ্ছর ওঁর বাটিতে কাটিয়েছি, ওঁকে আবার চিনিনে। কেন, আপনারা কি ওঁকে চেনেন না? কি ব'লে পরিচয় দিয়েছেন।

ব। সে কথা এখন যাক্। চারু দেখ দেখ, উনি মূর্চ্ছা গেলেন কেন? মুখে চোখে জল দেও।

(সকলের মাধুরীর মুখে জলসিঞ্চন ও বীজনকরণ)

মা (কিয়ৎপরে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া)। আঁ্যা, আবার এসেছিস্, বিষ দিতে এসেছিস্! দূর হ, দূর হ, বামী, আমার সুমুখ থেকে এখনই চ'লে যা। আর বিষ দিস্ নে। এক বার সাগরকে বিষ খাইয়েছিস—আবার বাবুকে খাওয়াতে এসেছিস্! এখনি চলে যা। উঃ বিষ! বিষ!! বিষ!!! চারি দিকে বিষ! চারু বিষ! নলিনী বিষ! সাগর বিষ! বনমালী বিষ! সর্ব্বাঙ্গে বিষের জ্বালা! আর সহ্য কর্‌তে পারি নে। তোরা আমাকে বিষ দিস্ নে রে। উঃ প্রাণ যায়! স্বামী হত্যা! সাগর হত্যা! নলিনী হত্যা! কাটাকাটি! মারামারি! প্রাণ যায়! (নিস্তব্ধ)

সকলে। একি! একি! ব্যাপার কি! হ'ল কি!

মা (পুনরায়)। আর নয়। চূড়ান্ত হয়েছে। যেখানে যাই, সেই খানেই বিষ। অভাগিনীর কোথাও স্থান নাইরে। নলিনী দিদি—তুমি সতী লক্ষ্মী—তোমার নামে অপবাদ! চারু দাদা, ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, তোমা হেন সচ্চরিত্র যুবকের নামে দোষারোপ!! আমিই সব করিয়াছি। আর পারি না। কুক্কুর দংশন। বৃশ্চিক দংশন। বিষের জ্বালা। উঃ সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে বিষের স্রোত ব'হে গেল। বনমালী বাবু, যথেষ্ট হয়েছে। আর নয়। আপনি দেবতা—আমি নরকের কীট। কামের মোহ! কামের মোহ!! কামের মোহ!!! যাই কোথা, করি কি? বামী তুই দূর হ, দূর হ!

সকলে। একি! একি! বামা তুই কিছু জানিস্ কি।

বামা। না ম'শায়, তোমরাই মা বাপ্। আমি এর কিছুই জানিনে। বাবুর ব্যয়রাম শুনে একবার দেখ্তে এলুম। এসে এই কাণ্ড! এমন জান্লে কোন্ শালী আস্ত বাবা।

ব। আচ্ছা বিষের কথা কিছু জানিস্? সাগরকে বিষ খাওয়ানর কথা কি বল্‌ছিল?

বা। না ম'শায়, তাও কিছু জানিনে। তবে যে দিন আপনার পরিবার মারা যান, সেই দিন উনি কি একটা সামগ্রী তাঁকে খেতে পাঠিয়ে দেন—ব'লে দেন যে এইটি সাগরকে খেতে দিও, তা হ'লে তাঁর স্বামী বশ হবে। এই পর্য্যন্ত জানি। তোমাদের পায়ে পড়ি ম'শায়, আর আমি কিছু জানিনে। আমাকে পুলিশে দিও না, ম'শায়।

ব। না বাবা—তোর ভয় নেই। আমি সব বুঝেছি। পাপিয়সী আমার স্ত্রী হত্যা করেছে, নলিনী ও চারুর মিথ্যা কলঙ্ক তুলেছে, শেষে সেবাসুশ্রুষার দ্বারা আমার মন আকর্ষণ করতে চেষ্টা কর্‌ছিল! উ! ভগবান! (নিস্তব্ধ)

নলিনী। বাবা! বাবা! তুমি চুপ ক'রে রইলে যে! বাবা, তোমার কি কষ্ট হচ্চে বাবা! ও সব কথা এখন ভুলে যাও, বাবা। দুটো কথা কও, বাবা!

ব (ক্ষীণস্বরে)। নলিনী—চারু—বাবা—আমার শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত। আর বেশী দেরী নাই। আমি চল্‌লাম। নলিনী রহিল—দেখ বাবা। আর মাধুরীকে—সুস্থ ক'রে স্থানান্তরে পাঠিয়ে দিও। দেখ যেন প্রাণে না মরে! উঃ প্রাণ গেলরে—(মৃত্যু)

(সকলের চিৎকার)

পট পরিবর্ত্তন।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বনমালী বাবুর বাটি—চারু ও নলিনী আসীন।

চা। নলিনী, আমাদের অপবাদের কথাটা এতদূর রাষ্ট্র হয়ে পড়েছে, যে লোকসমাজে আর মুখ দেখা'বার যো নাই। এখন কি ক'রে কোথায় তোমার বিয়ে দিই, কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছিনা। তার উপর পয়সার সংস্থান নাই। এ অবস্থায় আমি একবারে মাথায় হাত দিয়ে পড়েছি।

ন। উপায় শুধু এক আছে। এখন আর লজ্জা কর্‌বার সময় নয়, স্পষ্টই বলা উচিত। মনে ছিল, শৈশবাবধি তোমাকে দাদা দাদা ব'লে আস্‌ছি, তার উপর তুমি আমার শিক্ষাগুরু। এ অবস্থায় আমাদের বিবাহ অপর সকল অংশে বাঞ্ছনীয় হ'লেও, হিন্দু সমাজে কেমন কেমন দেখায়। কিন্তু যখন দেখ্‌ছি,—সেই হিন্দু সমাজে আমাদের স্থান নাই, কুচক্রার ছলনায় আমরা সমাজে পতিত, তখন আর উপায়ান্তর কি আছে? বিশেষ আমাদের আজিকার হিন্দু সমাজ—কেহ দেখিবে না, অনুসন্ধান করিবে না, বিচার করিবে না—কেবল মুখে হিন্দু হিন্দু চিৎকার। তাই বলি—আজিকার এই স্বার্থান্ধ শিথিলভিত্তি সমাজে আমাদের চরিত্র সাফায়ের উপায় কোথায়? সবই ত ফুরায়েছে, চার দিকেই ত অন্ধকার। আর কি উপায় আছে বল!

চা। নলিনী, আমারও ঐ মত। তবে লজ্জায় প্রকাশ কর্‌তে পার্‌ছিলাম না। এখন যথাসাধ্য হিন্দুমতেই এ কার্য্য সাধিত হয়, এই আমার ইচ্ছা। কিন্তু তদুপযোগী অভিভাবক আয়োজন কোথায়! এখন সামাজিক নিয়মগুলি ত পালন কর্‌তেই হবে! আর ভাল কথা মনে। হরলাল বাবুর পরিবার এখনও দুর্ব্বল। ওঁকে এখান থেকে স্থানান্তর না ক'রে কোন কাজই হ'তে পারে না।

(সহসা মাধুরীর প্রবেশ)

মা। বাছারা! তোদের হাতে ধ'রে বল্‌ছি, আমায় তোরা তাড়াস্‌নে—আর তোদের বিষ দিব না। আমি তোদের বিবাহ

দিব। কাল রাত্রেই দিব। তার পর আপনি যেখানে দুচক্ষু যায়—যাব। আমার জীবনের শেষ দিনটায় একটা সৎকার্য্য কর্‌তে দে। আজ দিবসেই তোদের গায়ে হলুদ দিব। আমাকে নলিনী—বল্‌তে লজ্জা করে—মাসী মাসী বল্‌ত। মনে কর, আমি তোমাদের অভিভাবিকা। আমিই সব আয়োজন কর্‌চি।

চা (নলিনীকে লক্ষ্য করিয়া)। কি রকম বোধ হচ্চে।

ন। দেখই না, কি হয়। উনি যা কর্‌বার তা করেছেন—আর বেশী অনিষ্ট কি কর্‌বেন, বল।

মা। তোদের পায়ে পড়ি বাছারা, আর আমায় গঞ্জনা দিস্‌নে—আমি বিষের জ্বালায় জলে মর্‌ছি। আমাকে এই কাজটি কর্ত্তে দে।

ন। আচ্ছা, আমাদের আপত্তি নেই।

মা। তবে চল আজ তোমাদের গায়ে হলুদ দিব।

(সকলের প্রস্থান)

পট পরিবর্ত্তন।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বনমালী বাবুরবাটি—বিবাহের আয়োজন—পুরোহিত, মাধুরী, বরকন্যা ও দাস দাসীগণ।

পু। কই, সব আয়োজন হয়ে গেছে ত। আমাকে

শীঘ্র শীঘ্র যেতে হবে। আর এক জায়গায় সত্যনারায়ণের পুঁথি পড়্বার বরাত আছে।

মা। হাঁ, সবই প্রস্তুত। আপনি একটু অপেক্ষা করুন—রাত্রি আটটার সময় লগ্ন।

পু। কই, তোমাদের কুটুম্ব সাক্ষাৎ কাহাকেও দেখ্‌তে পাচ্ছিনে যে!

মা। আজ্ঞে, সে দিন যে বিবাদ হ'য়ে গেল, তাতেই কাহাকেও বলা হয় নাই। আর এত শীঘ্র যে বিবাহ হবে, তারও স্থিরতা ছিল না।

পু। উঁহু! আমার কেমন সন্দেহ হচ্চে। বরকন্যার কোন দোষ নাই ত?

মা। আজ্ঞে আপনি ওদের কুলশীল জানেন না কি?

পু। তা ত জানি। তবে মেয়েটি দেখে যে আমার কেমন কেমন বোধ হচ্চে। বনমালী বাবু এত বয়স পর্য্যন্ত মেয়েকে ঘরে রেখে জল খাচ্ছিলেন কি ক'রে?

মা। আজ্ঞে না, অনেক পূর্ব্ব হ'তেই চেষ্টা কর্‌ছিলেন, কিন্তু দুই এক জায়গায় ভাঙ্‌চি পড়্‌তে—

পু (সশব্যস্তে)। অ্যাঁ ভাঙ্‌চি কিসের—মেয়েটি দেখ্‌তে অত সুন্দরী, বনমালী বাবুও খ্যাতনামা লোক ছিলেন—ভাঙ্‌চি কিসের?

মা। এমন কিছু নয়—নলিনীর একটু বাড়ন্ত গড়ন কি না—

পু। বাড়ন্ত গড়ন! হা হা হা! এই বয়সে আমি দুহাজার মেয়ের বিবাহ দিলাম, আমার কাছে আবার ফাঁকি দিয়ে যাবে বাছা! বাড়ন্ত গড়ন আর ষোলবছরী আমি কি চিন্তে পারিনে?

মা। তা এমন কি বয়স হয়েছে, যে আপনি অত কথা বল্‌ছেন!

পু। না বাছা। আমার বেশ বোধ হচ্ছে,—এতে কোন গোল যোগ আছে। একাজে আমি নেই বাছা। পাঁচটা টাকার জন্যে কি জাত কুল হারাব! আমি চল্‌লাম।

(প্রস্থানোদ্যত)

মা (পুরোহিতের হাত ধরিয়া)। মহাশয়, যান কোথায়? শুনুন শুনুন—

(কাণে কাণে কথোপকথন))।

পু। হা হা হা! তাই এতক্ষণ বল্লেই ত হয়! ওদিক্‌কার ব্যাপার ভাল হ'লেই হল। এই বুঝি ভাবী দম্পতিদ্বয়। আহা বেঁচে থাক্, বেঁচে থাক্, যেন লক্ষ্মী নারায়ণের মিলন হবে। কোন্ শালা আমায় একঘরে করে?

মা। পুরোহিত মহাশয়, আমি বেশীক্ষণ এখানে থাক্‌তে পার্‌ব না। ঘড়ি দেখে সময়টা ঠিক করে নিন্।

পু (ঘড়ি দেখিয়া)। হাঁ সময় উপস্থিত, বিলম্বে প্রয়োজন নাই। সম্প্রদান আপনি কর্‌বেন?

মা। হাঁ আমিই কর্‌ব।

পু। বেশ! বেশ! তবে কার্য্য আরম্ভ হ'ক।

(মন্ত্রোচ্চারণাদি অন্তে মাধুরীর এক থালা গহনা ও নগদ টাকা লইয়া বরকন্যাকে দান ও পুরোহিত বিদায়।)

মা। বাছারা এগুলি আমার স্ত্রীধন—কোন অসদুপায়ে উপার্জ্জিত নয়—আমার স্বামীদত্ত ধন। এগুলির কথা উইলে কিছুই নাই। অতএব আমার ইহাতে সম্পূর্ণ অধিকার আছে। এই গুলি তোমরা উভয়ে ভোগ কর।

ন। আপনি যখন হাতে ক'রে দিচ্চেন, তখন লইতে আমরা বাধ্য। কিন্তু মাতৃহন্ত্রীর দান আমরা ভোগ করিব না। অপর কোন ব্যক্তিকে দান করা যাবে।

মা। তোমাদের যাহা ইচ্ছা করিও, এইবার আমি জন্মের মত চলিলাম।

(প্রস্থান)

চারু। নলিনী, ঘোমটা দিয়ে রইলে যে—

ন (ঘোমটার ভিতর হইতে)। লোকাচার!

চা। শাশুড়ি ননদাদি অভিভাবিকা থাক্‌লেই, ও সব লোকাচার পালনীয়। এখানে আর কে আছে?

ন। তথাপি নবপরিণীতা।

চা। সে কথা বটে। তবে চল নলিনী আজ আমাদের বাসর জাগরণ। সব লোকাচারই ত পালিত হ'ল, তবে সে মঙ্গলাচারটা বাদ যায় কেন?

(নলিনীর হাত ধরিয়া চারুর প্রস্থান)

পট পরিবর্ত্তন।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

ভাগিরথী তট—মাধুরীর প্রবেশ।

মাধুরী। শ্মশান! শ্মশান! শ্মশান! প্রেতের রাজ্য! বিভীষিকার লীলাক্ষেত্র! সমাজরূপী ভয়াল জীবগণের বিকট ক্রীড়াভূমি! কোন দিকে যাই? কাহার কাছে দাঁড়াই? জগতে চিনিয়াছিলাম কেবল আত্মসুখ। সেই সুখের আশায় একে একে কতগুলি মানবজীবন স্বার্থাগুণে আহুতি দিলাম। কই, সুখ ত পাইলাম না! শিক্ষাবৈগুণ্যে শিখিয়াছিলাম কেবল ইন্দ্রিয়চরিতার্থতা। তাহারই পিছনে ফিরিয়া কুল, শীল, মান, মর্য্যাদা, সহায়, সম্পদ একে একে সব হারাইলাম। আর বাকি কি! ঈশ্বরের অস্তিত্ব কখন স্বীকার করি নাই, আজিও ভালরূপ ধারণা করিতে পারি না। মনে করিয়াছিলাম, নিজ বুদ্ধিবলে, সাবধানতার সহায়ে, সমাজকে অন্ধকারে রাখিয়া আত্মসুখের পরিতৃপ্তি সাধন করিব। কিন্তু ভাবি নাই, যে ব্যক্তিভাবাপন্ন কোন ঈশ্বরেব চক্ষু মানুষের প্রত্যেক কার্য্যের প্রতি অর্পিত না থাকিলেও, সমাজের কোটিচক্ষু প্রতিনিয়ত আমার দৈনন্দিন আচরণ লক্ষ্য করিতেছে। ভাবিয়াছিলাম দুই চারি জন মানবকে পথ হইতে সরাইতে পারিলেই ঈপ্সিত বস্তু লাভ করিতে সক্ষম হইব, কিন্তু বুঝি নাই যে সেই দুই চারি জন লোকও সমাজের এক একটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ—তাহাদের একটিকে আঘাত করিলেই সমগ্র সমাজশরীরে আঘাত পড়িবে। শিক্ষা পাইয়াছিলাম যে সভ্যতা ও সমাজবন্ধনের মূল উদ্দেশ্য মানুষের

সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা—কিন্তু শিখি নাই যে তাহা শুধু তোমারি আমার নিজ নিজ সুখের জন্য নহে। ভাবিতাম শত শত লোক ত সমাজকে ফাঁকি দিয়া আত্মতৃপ্তিসাধনে সক্ষম হইতেছে, কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই যে তাহারা যথার্থ সুখের অধিকারী কি না। আজ শিখিয়াছি যে মানুষ একাকী কখন সর্ব্বাঙ্গীন সুখ লাভ করিতে পারে না—অপরাপর ব্যক্তির সাহায্য লইতেই হয়—আর সেই ব্যক্তিই সমাজের এক একটি ভিত্তিস্বরূপ। অতএব যথার্থ সুখ—মনের শান্তি – লাভ করিতে হইলে, ঈশ্বরকে মান আর নাই মান, সমাজের আশ্রয় লইতেই হইবে। নিরাকারা ধর্ম্মনীতির সাকার বিকাশ সমাজ—ঈশ্বরকে মান আর নাই মান জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে ঘোর পৌত্তলিকের ন্যায় সেই সমাজরূপী দেবতার পদানত হইয়া থাকিতেই হইবে। আজ শিখিয়াছি—যদি দুই দিন পূর্ব্বে শিখিতাম! স্বামী হত্যা, সাগর হত্যা, নলিনী হত্যা, বনমালী হত্যার পূর্ব্বে যদি শিখিতাম! তাহা হইলে যে বুদ্ধিবৃত্তি ইঁহাদের নিধনে প্রয়োগ করিয়াছি, তাহার দ্বারাই জগতের অপার মঙ্গল সাধন করিয়া অতুল আনন্দে জীবন যাপন করিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা না করিয়া সমাজকে ফাঁকি দিবার চেষ্টায়, সমাজের প্রাচীরে সিঁধ কাটিয়া সুখ অপহরণ করিতে গিয়াছিলাম। লাভ হইল কি? অপমান, লাঞ্ছনা, দাসীবৃত্তি! আজ পথের বালকগণ আমাকে পাগলী পাগলী বলিয়া খেপাইতেছে, যুবকেরা কুলটা বলিয়া ঘৃণা করিতেছে, বৃদ্ধেরা মৃত স্বামীর নাম করিয়া শোক করিতেছে আর স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বনাশী

বলিয়া মুখ ফিরাইতেছে। ইহাই কি নরক নহে? তবে আর কেন? সমাজেত স্থান নাই, সম্মুখে মা ভাগিরথী অনন্ত ক্রোড় বিস্তার করিয়া আছেন। একবার জন্মের মত সেই গানটি গাহিতে গাহিতে ঐ শান্তিময়ীর ক্রোড়েই আশ্রয় লই। যদি পুনর্জন্ম থাকে, আর মনুষ্য কুলে জন্ম হয়, তাহা হইলে সমাজসেবাই জীবনের একমাত্র ব্রত করিব।

গীত।

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

এসেছি মা বড় আশে লও কোলে অভাগীরে
থুয়ে মাথা তব নীরে যাই ভেসে ধীরে ধীরে।
সমাজে নাহিক স্থান, বিষাদে ছেয়েছে প্রাণ
হৃদয়ে অনলবাণ, দেখ মা এ বক্ষ চিরে।
দুরাকাঙ্ক্ষা পাছে ফিরে, কলঙ্ক পসরা শিরে
বাকি শুধু ঝাঁপ দিতে নিরাশা সিন্ধুর নীরে॥

যবনিকা পতন।

সমাপ্ত।